শারদীয়া ১৪২৪

গন্ধবণিক বাণী

.....Voice of Gandha Banik Samaj

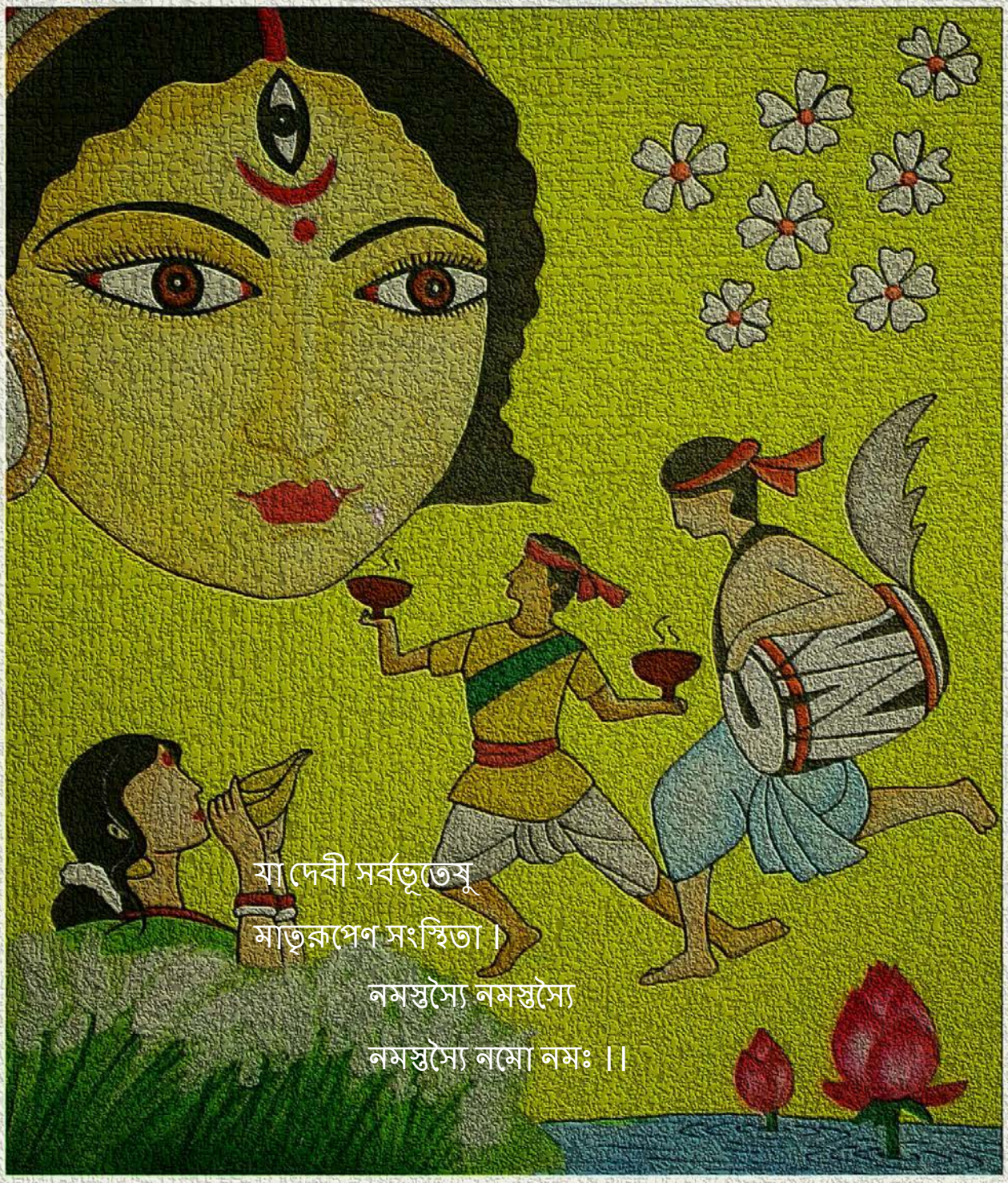

Free Distribution

Edition 3

September 2017

আশ্বিন ১৪২৪

মা গন্ধেশ্বরী বন্দনা

জঁয় মা নমঃ
সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবেসর্বার্থসাধিকে,
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোহস্তুতে ।
সৃষ্টিস্থিতি বিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি
গুণাশ্রয়ে গুণময়ী নারায়ণী নমোহস্তুতে ।

ॐ

Photo Courtesy: Mr. Sandip Dey

Topic / বিষয়	Page number
Maa Gandheshwari Prayer / মা গন্ধেশ্বরী বন্দনা	2
Contents / সূচিপত্র	3
Magazine Team / পত্রিকা সংগঠন	5
Editorial / সম্পাদকীয়	6
History and Mythology / ইতিহাস এবং পুরাণ	8
বাঙালি গন্ধবণিক জাতির প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের কয়েকটি সূত্র	8
জ্যোতির্লিঙ্গের খোঁজে: কামনা লিঙ্গ কালিঞ্জর ধাম স্থাপনা	18
শঙ্খ: এক পরিচয়	20
Stories / গল্প	24
Forgive and Forget	24
Who is stronger!	25
ফেসবুকে ভুত	26
মহিষাসুর	30
Travel Story / ভ্রমণ কাহিনী	32
ভাইজ্যাক টু আরাকু ভ্যালি ট্যুর	32
Drawing / ছবি অঙ্কন	35
Poems / কবিতা	42
পৃথিবী হবে মানবতার	42
হোটেল বয়	43

ইগো	44
আমার দেশ	45
স্মৃতির পাতায়	46
আমার আকাংখিত স্বপ্ন	47
Matrimony / পাত্র-পাত্রী চাই	48
পাত্রী চাই	48
পাত্র চাই	58
Miscellaneous / বিবিধ	63
একই বৃন্তে দুটি কুসুম	63
রাধার পত্র	66
বাজলো আলোর বেণু মাতলোরে ভুবন	68
পত্রিকা ডাউনলোড করার লিংক্স(Magazine Download Links)	70
Thanking Note / ধন্যবাদ পত্র	71

পত্রিকা সংগঠন

Inspiration & Initiative: ***Smt. Arati Chandra***

Editor: ***Mrs. Hiya Chandra***

Design, Concept, Compilation, Editing:
Mr. Harsha Chandra, Mrs. Hiya Chandra

Covor Concept and Design:
Mr. Harsha Chandra, Mrs. Hiya Chandra

Covor Pictures: ***Ms. Sheli Dey***

Matrimony Ads Coordination: ***Mr. Sovon Sadhu***

Website: ***Mr. Harsha Chandra***

Public Outreach: ***Mr. Sandip Dey, Mr. Sovon Sadhu, Dr. Mahitosh Dutta***

Special Thanks:

Smt. Abha Chandra
Smt. Mira Sadhu
Mr. Pralay Dey
Mr. Bidhan Sadhu
Mr. Debabrata Dutta
Dr. Tamal Dasgupta
Ms. Chumki Sadhu
Ms. Sheli Dey
Mr. Debajyoti Dey
Mr. Subhojeet Kumar
Mrs. Tumpa Nandan Ball
Mrs. Aparajita Haldar
Mr. Arnav Kundu
Mr. Jishnu Haldar
Mrs. Chaitali Sadhu
Ms. Madhumita Rudra
Mr. Krishna Kar
Mrs. Rakhi Sadhu
Ms. Sriza Sadhu
Ms. Preetha Nag
Ms. Debyani Dutta
Mr. Ram Prasad Mullick

Email: gbs.patrika@gmail.com
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gandhabanik
Website: http://www. http://gandhabaniksamaj.info

Declaration: All the contents of this e-magazine are available for free download and share, as long as; the credits remain with the creators, and parties involved, don't change them in any way and/or not use them commercially. There is no monetary benefit/transaction/gain involved in any form for any of the parties participating in the publishing of this eMagazine. All contents are contributed and published voluntarily and free of cost for the benefit of members of Gandha Banik Samaj. Name, design, writings, picture (which are contributed by participants), and other contents of creative in nature are protected under license below.

Gandhabanik Bani by Gandha Banik Samaj
is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at https://www.facebook.com/groups/gandhabanik/

সম্পাদকীয়

ব্রহ্মা-স্বরূপা পরমা জ্যোতি-রূপা সনাতনী।
সর্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যে নমো নমঃ।।

দেবী সরস্বতীর বন্দনা করে আমাদের শারদিয়া পত্রিকা "গন্ধবণিক বাণী...voice of Gandhabanik Samaj" এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করছি।

প্রতিবছরের মত এই বছরেও শারদিয়া পত্রিকা "গন্ধবণিক বাণী"র তৃতীয় সংস্করণের জন্য যখন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, তখন আমাদের মন একটু দোদুল্যমান অস্থির অবস্থায় থাকে। কিরকম তথ্য সংগ্রহ হবে, কেমন হবে তার রচনাশৈলী, কেমন হবে তার ভাষাবৈচিত্র্য , এসব নিয়ে আমাদের অনেক অজানা ঔৎসুক্য বা কৌতূহল থেকেই যায়। কেননা সমগ্র পত্রিকাটির মান বা যোগ্যতা যাই বলুন না কেন, সবটাই আমাদের অংশগ্রহণকারীদের উপর নির্ভর করে থাকে।

আর সেইপ্রসঙ্গেই আমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যশালী যে, বিশিষ্ট খ্যাতিনামা লেখক এবং দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক ডঃ তমাল দাশগুপ্ত, এই পত্রিকাটিতে অংশগ্রহণ করে আমাদের ধন্য করেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাকে। তিনি তার অমূল্য সময় ব্যয় করে বিভিন্ন জায়গা থেকে গন্ধবণিক জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে বিবিধ তথ্য সংগ্রহ করে "বাঙালি গন্ধবণিক জাতির প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের কয়েকটি সূত্র"-র রচনা করেছেন, এবং আমাদের কাছে অনেক অজানা তথ্য উন্মোচন করে দিয়েছেন । তার জন্য আপনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব ।

গল্প শুনতে তো আমরা সবাই ভালোবাসি। সেই গল্পের মাধ্যমে কিছু অজানা তথ্য আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন সাংবাদিক বিধান সাধু। ওনার লেখা "জ্যোতির্লিঙ্গের খোঁজে: কামনা লিঙ্গ কালিঞ্জর ধাম স্থাপনা" এই ছোট্ট প্রতিবেদনটি এককথায় অনবদ্য। এরজন্য আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ।

পত্রিকাটির কভার ফটো নিয়ে আমরা বেশ চিন্তিত থাকি। এবারে আমাদের পত্রিকাটির জন্য চাইছিলাম হাতে অঙ্কন করা মা দুর্গার চিত্র। অনেকেই ভালো -ভালো চিত্র পাঠিয়েছেন, সবগুলোই অনেক সুন্দর। তার মধ্যে থেকে আমরা মিস. শৈলী দে এর অংকিত মা দুর্গার চিত্রটি বেঁচে নিলাম। ছবিটি খুবই সুন্দর হয়েছে।

আর ধন্যবাদ জানাই সমস্ত অংশগ্রহণকারীদের যাদের লেখা, অঙ্কন চিত্র সমস্ত কিছুর যোগদানে আমাদের এই পত্রিকাটি ভাষাবৈচিত্র্য, রচনাশৈলী, তথ্যসংগ্রহ এবং উপস্থাপনা সব দিক দিয়েই আশাকরি অনেক উন্নতমানের হয়েছে। গতবছরের সংখ্যা থেকে এই বছরের বিষয়সূচীতে কিছু পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়েছে, আশাকরি আপনাদের সবার ভালো লাগবে।

আর সবার শেষে যাদের কথা না বললেই নয় তারা হলেন; শ্রীমত্যা আরতি চন্দ্র, শ্রীমান শোভন সাধু, শ্রীমান সন্দীপ দে এবং ডঃ মাহিতোষ দত্ত।
শ্রীমত্য আরতি চন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত ফেইসবুক গ্রুপ "Gandha Banik Samaj"(https://www.facebook.com/groups/gandhabanik) আজকে এক বৃহদ গন্ধবণিকের সমূহ, যার মধ্যে আছে সমগ্র বিশ্ব থেকে ১৭ হাজারের উপর সদস্য । ওনার অনুপ্রেরণায় এবং আশীর্বাদে আজ ফেইসবুক গ্রুপের সীমা থেকে এগিয়ে আমরা ওয়েবসাইট এবং পত্রিকা আপনাদের সামনে রাখতে পেরেছি। শ্রীমান সন্দীপ দে এবং ডঃ মাহিতোষ দত্ত সারা বছর ধরে ফেইসবুক গ্রুপটির পরিচালনা করার পাশা-পাশি নিজেদের কর্মব্যস্ত জীবন থেকে একটু সময় ব্যয় করে পত্রিকাটিতেও খুব ভালোভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এনারা লোকেদের সাথে যোগাযোগ করে তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছেন ও নিজেরা কঠোর পরিশ্রম করে এই পত্রিকার জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে সাহায্য করেছেন। শ্রীমান শোভন সাধু পাত্র-পাত্রী বিভাগটি সংযোজন করার জন্য প্রায় প্রত্যেকটি বিজ্ঞাপনকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, যার ফলে আমরা ৫০ এর উপর পাত্র -পাত্রী বিজ্ঞাপন আপনাদের কাছে উপস্থিত করতে পেরেছি ।

আপনাদের পত্রিকাটি কেমন লাগলো জানাবেন, কিছু ভুল ত্রুটি যা থাকবে তা নিজগুণে ক্ষমা করবেন। পুজোর আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই আপনাদের সকলকে। সবাই ভালো থাকবেন।

ওঁ সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ
সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ।
সর্বে ভদ্রানি পশ্যন্তু
মা কশ্চিদ-দুঃখভাগভবেৎ।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

হিয়া চন্দ্র
Editor, Gandhabanik Bani

বাঙালি গন্ধবণিক জাতির প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানের কয়েকটি সূত্র

–ডঃ তমাল দাশগুপ্ত
(ডঃ তমাল দাশগুপ্ত, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক)

বাংলায় গন্ধবণিক জাতির একটিও ইতিহাস সহজলভ্য নয়। ইতিউতি শোনা যায় নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণবের লেখা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (বণিকখণ্ড) বইটির কথা, কিন্তু সেটি বহুদিন ধরে আউট অভ প্রিন্ট। বসু মহাশয়ের বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের রাজন্যখণ্ড বা ব্রাহ্মণখণ্ড দে'জ থেকেই ছাপা হয়, কিন্তু দে'জের মালিকরা নিজেরা বণিক হয়ে আজ পর্যন্ত বণিকখণ্ড প্রকাশ করলেন না, এ বড়ই আশ্চর্যের। যাই হোক, বাঙালি গন্ধবণিক চাঁদ সদাগর সম্ভবত বাঙালি কিংবদন্তী চরিত্রদের মধ্যে সবথেকে বেশি বিখ্যাত। তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র ছিলেন। আজকে বাংলাদেশের বগুড়ায় মহাস্থানগড়ের কাছে চাঁদ বেনের বাড়ি ছিল, আমরা জানি। এই অঞ্চলটিই ছিল পুণ্ড্রবর্ধন নগরী, এবং মহাভারতের সময়েই এই পুণ্ড্র এক সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। পুণ্ড্রের সেই বণিক চাঁদের স্মৃতিই মনসামঙ্গল কাব্য ধরে রেখেছে। আধুনিক যুগে বাঙালি কবি কালিদাস রায় চাঁদ সদাগরকে নিয়ে যে কবিতা লিখেছেন, সেটি আমরা অনেকেই স্কুলে পড়েছি। কালিদাস সেখানে চাঁদ বেনে সম্পর্কে যে বর্ণনা দিচ্ছেন, তা আমাদের অনেকেরই স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে। "এ বঙ্গের সমতলে তৃণলতাগুল্মদলে বজ্রজয়ী তুমি বনস্পতি/ জ্ঞানায়ুধ সত্যভৃৎ সর্পফণা দর্পজিৎ শালপ্রাংশু মহাভুজ রথী।" অথবা, "তব শিরে যমদণ্ড ভেঙে হল সাতখণ্ড পণ তব প্রাণেরও অধিক", কিংবা, "অশ্রুবিন্দু নাহি চোখে দুর্বিষহ মহাশোকে নেত্র তব উগারে অনল/শুধু তব জগদীশ কণ্ঠে ধরেছেন বিষ সর্ব অঙ্গে তোমার গরল" কিংবা, "সনকার আর্তনাদে চম্পকনগর কাঁদে ডুবে যায় চোদ্দ মধুকর/কৌপীন পরিয়া সার তোমার পুরুষকার পথে পথে ফেরে দিগম্বর"। এই পংক্তিগুলি এমন এক বাঙালি চরিত্র সম্পর্কে জানাচ্ছে, যাঁর সম্পর্কে stuff that legends are made of এই কথাটি নির্দ্বিধায় বলা যায়। চাঁদের মত চরিত্রই একটি জাতির জীবনে কিংবদন্তী হন। (অনেকদিন পরে কালিদাস রায়ের লেখা এই পংক্তিগুলো আবার মনে করানোর জন্য আমার সহযোদ্ধা শুভদীপ বাগচীকে ধন্যবাদ)

চাঁদ সদাগর যে বাঙালি গন্ধবণিক জাতির বীজপুরুষ, সেই গন্ধবণিক জাতির ইতিহাস অনুসন্ধান বাঙালিমাত্রেরই জাতীয় কর্তব্য, কারণ তা আমাদের এক গর্বিত ঐতিহ্য। আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি সেই অনুসন্ধানের কয়েকটি সূত্রনির্দেশ করার চেষ্টা করব।

প্রাচীনতম যুগের বাঙালিরা বাণিজ্যে বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন, সে ইতিহাস এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে (মধ্যযুগে বিজাতীয় আক্রমণে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পুড়ে যাওয়ার ফলে একটানা ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়)। এই খণ্ড খণ্ড ইতিহাসের তথ্যসমূহের মধ্যে গন্ধদ্রব্য এবং অন্যান্য কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসার ইতিহাসের দিকেই বর্তমান অনুসন্ধানে আমাদের মূল দৃষ্টি থাকবে।

বাঙালির বাণিজ্য লক্ষ্মী সমুদ্রসম্ভূতা ছিলেন, ইতিহাসবিদরা প্রায় সবাই একমত। বর্ধমানের পাণ্ডু রাজার ঢিবি চার হাজার বছরের পুরোনো প্রত্নস্থল। সেখানে পরিকল্পিত নগরায়ণ হয়েছিল, ক্রীট দ্বীপের সঙ্গে বৈদেশিক

বাণিজ্যের প্রমাণ পাওয়া গেছে। খনন চালিয়ে যে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ মিলেছে, তাতে করে মশলা বা স্পাইস যে একটি প্রধান পণ্য ছিল, সেটা নিশ্চিত করে বলা যায়[১ (তথ্যসূত্র)] ।

প্রশ্ন হল খ্রীষ্টপূর্ব যুগে বাঙালির সমুদ্রবাণিজ্য যে অত্যুচ্চ স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল, চাঁদ বেনে কি সেই সুদূর অতীতের কোনও প্রতিধ্বনি? আমার মতে, হ্যাঁ। চাঁদ অত্যন্ত প্রাচীন এক চরিত্র, বাংলার গন্ধবণিকদের প্রাচীনত্ব চাঁদ বেনে প্রমাণ করেন। এর স্বপক্ষে আমি কয়েকটা যুক্তি দেব।

(Painting of Chand Sadagar, Shiva & Manasa Mangal, Courtesy *Kalighat Paintings*)

চাঁদ সদাগর বাংলার গন্ধবণিকদের পূর্বসূরী হিসেবে পূজিত হন। গন্ধবণিকরা যে শুধু সুগন্ধীর ব্যবসা করতেন, তা নয়, মশলার ব্যবসাও এঁদের একচেটিয়া ছিল, এবং প্রাচীনকালে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক পণ্য ছিল ভারতীয় মশলা। সেই প্রাচীন যুগের রোমান লেখক আক্ষেপ করেছেন, রোমের সমস্ত সোনা বাংলায় চলে যাচ্ছে, বাংলার বিভিন্ন পণ্য কিনতে গিয়ে। পিপ্পলী/Pippali (বর্তমানে আমরা বাংলায় পিপুল বলি, একরকমের দীর্ঘ গোলমরিচ) এর মধ্যে একটি প্রধান পণ্য ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রীক চিকিৎসাবিজ্ঞানী হিপোক্রেটিস এই পিপ্পলীর ওষধিগুণের কথা লিখে গেছিলেন। পিপ্পলী মূলত বাংলা থেকেই গ্রিসে যেত। এই হল গন্ধবণিক চাঁদের প্রাচীনত্বের একটি প্রধান যুক্তি।

(Photograph of পিপ্পলী/Pippali)

(Photograph of idol of Manasa Mangal, courtesy Mr. Debjyoti Dey)

আমরা জানি, চাঁদ এবং মনসার যুদ্ধ হল চাঁদের কিংবদন্তীর প্রধান উপজীব্য। এ প্রায় পুরুষ এবং প্রকৃতির যুদ্ধ। শিব আর শক্তির মধ্যে যে সিনথেসিস হবে, তার আগের অ্যান্টিথিসিসটাও তো দরকার। আজ গন্ধবণিকদের প্রধান উপাস্য গন্ধেশ্বরী, ইনি অনেক জায়গায় গন্ধেশ্বরী চণ্ডী হিসেবেও পূজিত। শক্তির উপাসনা যে এই গন্ধবণিক জাতির পেট্রিয়ার্করা প্রাচীনকালে গ্রহণ করেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিভাবে করলেন, তার একটা আবছা আদল নিশ্চয়ই মনসামঙ্গলের আর্কিটাইপ থেকে পাওয়া যায়। মনসা অত্যন্ত প্রাচীন দেবী, সন্দেহ নেই, খ্রীষ্টপূর্ব যুগেই সর্পদেবী হিসেবে পূজিত হতেন। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মনসাকে যদি প্রকৃতি বা শক্তি ভাবি, সেক্ষেত্রে শৈব বনাম শক্তি (মনসামঙ্গলের কাহিনীতে চণ্ডীর ভূমিকা প্রায় না থাকার মত, তার ইঙ্গিত আমাদের বুঝতে হবে। এ কাহিনীতে শক্তি হচ্ছেন মনসা) যুদ্ধ হল মনসামঙ্গলের প্রধান কাহিনী। এ যুদ্ধের মীমাংসা বহু প্রাচীনকালেই হয়ে গেছে, সেজন্য এ কাহিনী অবশ্যই প্রাচীনকালের।

এদিকে প্রতিহিংসাপরায়ণ এক দেবীর সঙ্গে মানুষের অসম যুদ্ধ, এ জিনিস গ্রীক ও রোমান পুরাণে এত বেশি আছে, যে আমার প্রায়ই মনে হয়, গন্ধবণিক চাঁদ সদাগর সম্ভবত প্রাচীন ট্রেড রুট ধরে ভূমধ্যসাগরে পিপ্পলী বিক্রি করতে যেতেন, এবং ওই ইউরোপীয় কাহিনীর টেমপ্লেট আমাদের চাঁদবেনের কাহিনীকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

(Photograph of idol of Gandheswari Devi, Diety of Gandhabanik Samaj, courtesy Mr. Debjyoti Dey)

বলা বাহুল্য, বাঙালির সমুদ্রবাণিজ্যের সুবর্ণযুগ শশাঙ্কের আগেই শেষ হয়ে গেছে। তাম্রলিপ্ত বন্দর মাৎস্যন্যায়ের পর থেকে আর সেভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি। শরদিন্দুর ভাষায় গৌড়ের সমুদ্রসম্ভূতা লক্ষ্মী সমুদ্রেই বিসর্জন গেছিলেন।

বুদ্ধের সময়েও তাম্রলিপ্ত ছিল, বাংলার সিংহপুরের যুবরাজ বিজয়সিংহ এই তাম্রলিপ্ত থেকেই সমুদ্রে ভেসে পড়েছিলেন। সেযুগের ধর্মীয় সাধনার উপদেশে তাম্রলিপ্তের উল্লেখ রূপক হিসেবে রয়েছেঃ বণিক গরুর গাড়িতে করে তাম্রলিপ্ত পর্যন্ত যেতে পারে, পাকা রাস্তায়। কিন্তু তারপরে সমুদ্রগামী পত চাই। সাধনমার্গ তেমন একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে অন্য পদ্ধতির দাবি করে।

A drawing of *Saptadinga Madhukar (সপ্তডিঙা মধুকর)*, a hypothetical picturization of ship of Chand Sadagar.

অতুল সুর বলছেন, তাম্রাশ্ম যুগের (চ্যালকোলিথিক) সভ্যতায় সারা পৃথিবীর বাণিজ্যিক যাতায়াতে বর্ধমান থেকে তাম্রলিপ্ত অঞ্চল জুড়ে প্রাচীন বাঙালির যে বসবাস, সেটি এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভরকেন্দ্র। বাঙালির আদিপুরুষ অস্ট্রিকরা নৌসাধনোদ্যত জাতি ছিলেন, ডিঙা একটি অস্ট্রিক শব্দ। অ্যালপাইন আর্যরা ভূমিবদ্ধ অবশ্য। প্রাচীন বাংলায় প্রকৃতি-পুরুষ দ্বৈতবাদের আদর্শ, সাংখ্য, খুব সম্ভবত অ্যালপাইন অবৈদিক আর্যদের চিন্তানায়ক আদিবিদ্বান কপিলের সৃষ্টি।

আমি খুব দুঃসাহসিক হয়ে এখানে চাঁদ সদাগরের টাইমলাইন সম্পর্কে বলতে চাই কিছু। কপিল বেদপূর্ব বা অন্তত ঋগবেদের সমসাময়িক, আমরা জানি। প্রকৃতিপুরুষের দ্বৈতবাদ একটি বেদপূর্ব দর্শন। কপিল সেযুগের ভারতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক। ভারতের হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম -এ সবই বাঙালি কপিলের সাংখ্য দিয়ে গড়া। আমার মতে আদিস্তরের সাংখ্য প্রকৃতিনির্ভর ছিল, পুরুষ পরে একটি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে এসেছে। এই প্রকৃতিপুরুষ দ্বৈতবাদ একটি

সিনথেসিস, শক্তি ও শিবের মধ্যে। (বিস্তারিত জানার জন্য আমার প্রবন্ধ, "সাংখ্য, দস্তুরমত দর্শন করলাম" পড়তে পারেন আগ্রহী পাঠক)।

সিনথেসিসের আগে যে অ্যান্টিথিসিস ছিল, চাঁদের গল্পে সেই প্রাচীন দ্বন্দ্বের ছায়া পাই। চাঁদ শুধু প্রাচীন নন, শুধু খ্রীষ্টপূর্ব নন। এমন কি হতে পারে, যে বাঙালির যে সমুদ্রবাণিজ্যের ছায়া অনেক অনেক শতাব্দী পরে মনসামঙ্গলে উল্লিখিত, সে সমুদ্রবাণিজ্য আসলে কপিলের প্রকৃতিপুরুষ সমন্বয়েরও আগে? হতেই পারে কিন্তু। সরস্বতী সভ্যতা (যাকে আমরা স্কুলে সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতা নামেই চিনি)-র মোহনার কাছে প্রচুর মাতৃকামূর্তি মিলেছে। সরস্বতী সভ্যতার লোকেরা বৈদেশিক বাণিজ্য করতেন আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেই। এদিকে সরস্বতী শুকিয়ে যাওয়ার ফলে (রাজস্থানের মরুভূমির মধ্যে নদীটি হারিয়ে গেছিল) সেখানকার লোকজন গঙ্গার দিকে চলে এসেছেন, আজ বেশিরভাগ ঐতিহাসিকই একমত।

সরস্বতী থেকে গঙ্গার দিকে সরে আসার একটা প্রবণতা রয়েছে, প্রাচীনতম ভারত থেকে প্রাচীন ভারতে উদ্বর্তনের ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে। হিরণ্যকশিপুর রাজধানী বলা হয় ছিল রাজস্থানে, যে অঞ্চলটার কথা বলা হয়, সেটা শুকিয়ে যাওয়ার আগেকার সরস্বতীর বেসিনই বটে। এরপরে প্রহ্লাদ, কোথায় রাজধানী জানা নেই, কিন্তু এই প্রহ্লাদেরই ছেলে কপিল (যদিও কর্দম এবং দেবহুতির সন্তান তিনি, এই মতটাও প্রবল), সিংহাসনে যদিও অপর পুত্র বিরোচন। যাই হোক, কপিল কিন্তু গঙ্গা ও সাগরের মোহনায় আশ্রম তৈরি করে বাস করেছেন। বিরোচনের পুত্র বলি, দক্ষিণ ভারতের কেরালা এবং তামিলনাড়ুর সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলের সঙ্গে যদিও তাঁর নাম যুক্ত, কিন্তু সেই বলির পাঁচ পুত্রকে দেখুন, পূর্ব ভারতের গাঙ্গেয় অববাহিকায় পাঁচটি রাজ্য (আসলে এই অঞ্চলের পাঁচটি শক্তিশালী ট্রাইবের দ্বারা স্থাপিত পাঁচটি জনপদ), অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ পুণ্ড্র সুহ্ম। এর মধ্যে তিনটিই বর্তমানের বাঙালি জাতির পূর্বসূরী।

ওই যে নৃসিংহ অবতারের গল্প, ওটা খুব সম্ভবত লোহার অস্ত্র আবিষ্কারের কাহিনী। তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতা ছিল সরস্বতী সভ্যতা। পাণ্ডু রাজার ঢিবিও সেই তাম্রাশ্মযুগ। হরপ্রসাদ বলছেন, বাঙালি তাম্রাশ্মযুগে যেভাবে সারা পৃথিবীর সঙ্গে বাণিজ্য করেছে, সে অভাবনীয় (লোহার ব্যবহার ছাড়াই আমাদের কয়েকটি প্রাচীন নৌকো তৈরি হত, সে দিকে ইঙ্গিত করেছেন)।

সরস্বতী সভ্যতার উত্তরসূরী হিসেবে যে পূর্ব ভারতীয় মাগধী সভ্যতা মাথা তুলল, বাঙালির সেখানে বিশিষ্ট স্থান ছিল।

খুলনায় জন্মেছিলেন, গঙ্গা ও সাগরের মোহনায় আশ্রম বানিয়ে থাকতেন যে কপিল, ঋগবেদেরও আগে সাংখ্যদর্শনের রচনা করেছিলেন যে কপিল, সেই কপিলের টাইমলাইন অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব দেড় হাজার বছর হতেই হবে। বাঙালি তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতা,খ্রীষ্টপূর্ব দুহাজার বছরে যা বর্ধমানের পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে দেখি, যে সভ্যতা ভূমধ্যসাগরে ক্রীট দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্য করত বলে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ মিলেছে, গন্ধবণিক চাঁদ সদাগর কি সেই সভ্যতার পেট্রিয়ার্ক? চাঁদের বাড়ি অবশ্য ছিল পুণ্ড্রনগরে, তা সে পুণ্ড্র তো মহাভারতের যুদ্ধের সময়েও ছিল বলে টেক্সচুয়াল প্রমাণ আছে।

পুণ্ড্র শব্দের একটা মানে আখ, বিশেষ প্রজাতির আখ, পুণ্ড্র-ইক্ষু। অবশ্য এই আখের নাম থেকে রাজ্যের নাম হয়েছে, নাকি রাজ্য থেকে আখের নাম হয়েছে, সেটা বলা কঠিন। আখ থেকে যেমন গুড়, তেমনই পুণ্ড্ররাজ্য থেকে গৌড় রাজ্যের উদয় ঘটেছিল। গৌড় ছিল পুণ্ড্ররাজ্যেরই ভৌগলিক সীমার মধ্যে। এই গৌড় কথাটা গুড় থেকে এসেছে বলেই সবাই মনে করেন। আখের এবং তালের রস জ্বাল দিয়েই গুড় হত। এই পণ্যগুলির বাণিজ্যে কে ছিলেন, গন্ধবণিক জাতি ছাড়া?
কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র বলছে যে গৌড়িক নামে একরকমের রাসায়নিক পদার্থ তৈরি হত গৌড়ে, আকরিক সোনার (যাতে সীসার মিশ্রণ খুব বেশি) শোধন করার কাজে এই গৌড়িকের ব্যবহার হত। রাসায়নিক ব্যবসাও গন্ধবণিকের একচেটিয়া সাধারণত। শুধু তাই নয়, আয়ুর্বেদে কাজে লাগে, এমন অনেক রাসায়নিক দ্রব্যও গন্ধবণিকদের পণ্যের তালিকায় ছিল। আজ বাংলার বৈদ্যদের মধ্যে অনেকগুলি পদবীই বৈশ্যজাতীয় (গুপ্ত, দত্ত, সেন)। কিছু গন্ধবণিক যে খুব প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদ দ্রব্যের ব্যবসা (ফার্মাসিস্ট আর কি) করতে করতে বৈদ্য জাতির অন্তর্ভুক্ত হন নি, জোর দিয়ে বলা যায় না।

প্রসঙ্গে ফিরি। পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে যে সভ্যতা দেখা যাচ্ছে, সে হল তাম্রাশ্ম যুগের সভ্যতা।
এখানে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি।

“যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে চাইত, সে নৌকার নাম হইল ‘বালাম নৌকা’। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত তাহার নাম বালাম চাউল হইয়াছে; বালাম বলিয়া কোন ভাষার কথা আছে কিনা জানি না, কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে। তমলুক বাঙ্গালার প্রধান বন্দর। অশোকের সময় এমনকি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাংলার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ-সকল নানা দেশে যাইত। ... অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তমলুকের নাম পাওয়া যায়। তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্তি। তাম্রলিপ্তি শব্দের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায় না। সংস্কৃতে তাম্রলিপ্তির মানে তামায় লেপা। কিন্তু তমলুকের নিকটে কোথাও তামার খনি নাই। বহু প্রাচীন সংস্কৃতে উহার নাম

দামলিপ্তি। অর্থাৎ উহা দামল জাতির একটি প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়।"

সেক্ষেত্রে, শৈব চাঁদ সদাগর কি দামল জাতির লোক ছিলেন, যারা বাংলার প্রাচীনতম অধিবাসীদের একজন? (পুণ্ড্র নামটা তো নিঃসন্দেহে দ্রাবিড়ভাষার)। ওদিকে দক্ষিণ ভারতের তামিলরা তো আজও শৈব। এবং মনসা তো তামিলদেরও প্রাচীন সর্পদেবী, মঞ্চাম্মা নামে অভিহিত হন।

বাঙালির সমুদ্রবাণিজ্যই ছিল তার সমৃদ্ধির মূল উৎস, নীহাররঞ্জন বলছেন, এবং এও বলছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব সময় থেকে শুরু করে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক পর্যন্ত ধরা যায় বাঙালির স্বর্ণযুগ (আক্ষরিক অর্থেই। এই সময়ে বাঙালির ভাঁড়ারে সোনার প্রাচুর্য ছিল)। এবং নীহাররঞ্জন বলছেন যে সেই প্রাচীন সমৃদ্ধি আর ফিরে আসেনি। এই কারণে চাঁদ বেনেকে আমি এই সময়েই রাখতে চাই, তিনি কিছুতেই এই সময়ের পরে হতে পারেন না।

জৈনদের কল্পসূত্রে পুণ্ড্রবর্ধন-নিবাসী পুণ্ডরীক নামক বণিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। চাঁদ সদাগর কি এই বণিকদের নেতা ছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা দরকার।

পুণ্ড্রের প্রধানতম পণ্যগুলি ছিল কৃষি ও পশুপালন থেকে প্রাপ্ত। অনেক শতাব্দী পরে, মধ্যযুগে বিদ্যাপতি রচিত কৃতিকৌমুদী গ্রন্থে "আজ্যসার গৌড়" শব্দবন্ধ পাওয়া গেছে। এর মানে গৌড়ের সেরা বস্তু ছিল আজ্য, বা ঘি। যদিও আমাদের আলোচ্য বিষয় প্রাচীন ইতিহাস, মধ্যযুগ নয়, কিন্তু এই শব্দবন্ধও প্রমাণ করে, গৌড়ের ঘি বিখ্যাত ছিল। নীহাররঞ্জনের বইতে এই সংক্রান্ত আলোচনা আছে, সে উদ্ধৃতি নিচে দিচ্ছি।

তেজপাতার ব্যবসাও হত তাম্রলিপ্ত বন্দর থেকে। পুণ্ড্রে প্রচুর তেজপাতা উৎপন্ন হত, সেগুলো করতোয়া ও গঙ্গাদ্বারা বাহিত হয়ে তাম্রলিপ্তে এসে পৌঁছত। এদিকে পিপ্পলী এক পাউণ্ড বা আধ সের বিক্রি হত পনেরো স্বর্ণমুদ্রা দামে, প্লিনির ইন্ডিকা নামক গ্রন্থে জানা যায়। কর্মচঞ্চল তাম্রলিপ্ত বন্দর দিয়ে নিয়মিত এই সমস্ত বহির্বাণিজ্য হত। বাংলার বাণিজ্যলক্ষ্মী সমুদ্রসম্ভূতা ছিলেন, আগেই বলেছি।

জনৈক বণিক-মহানাবিক বুদ্ধগুপ্ত কর্ণসুবর্ণের নিকটে রক্তমৃত্তিকার অধিবাসী ছিলেন (মহানাবিক বুদ্ধগুপ্তস্য রক্তমৃত্তিকা বাস্)। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকে তাঁর নামাঙ্কিত একটি শিলালিপি মালয় উপদ্বীপে ওয়েলেসলি জেলায় উৎকীর্ণ হয়েছিল, সেটি ১৮৩৪ সালে আবিষ্কৃত হয়। এর ফলে

বাঙালি ব্যবসায়ীদের সমুদ্রবাণিজ্যের প্রসারতা বোঝা যাচ্ছে। শিলালিপিটির সম্পূর্ণ পাঠ নীহাররঞ্জনের বাঙালির ইতিহাসে আছে।

নীহাররঞ্জন বাঙালির ইতিহাসে লিখছেনঃ
"বিদ্যাপতি তাঁহার কীর্তিকৌমুদী গ্রন্থে গৌড়দেশকে "আজ্যসার গৌড়" বলিয়া বিশেষিত করিয়াছেন। আজ্য বা ঘৃত যে গৌড়দেশের শ্রেষ্ঠ বস্তু, সেই গৌড় হইল আজ্যসার গৌড়...
সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে দেখিতেছি, বরেন্দ্রভূমিতে এলাচের সুবিস্তৃত চাষ ছিল; সেইসব ক্ষেতে খুব ভালো এলাচ উৎপন্ন হইত। প্রিয়ঙ্গুলতাও উৎপন্ন হইত প্রচুর। এলাচ ও প্রিয়ঙ্গু-সরিষা যেমন হইত লবঙ্গও জন্মাইত তেমনই প্রচুর। সরিষার বাণিজ্যিক চাহিদা কেমন ছিল জানা নাই, কিন্তু ভারতবর্ষ হইতে অন্যান্য মসলার সঙ্গে সঙ্গে এলাচ ও লবঙ্গ যে প্রচুর পরিমাণে এশিয়া, মিশর এবং পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপে রপ্তানি হইত, পেরিপ্লাস-গ্রন্থে ও টলেমির ইণ্ডিকা-গ্রন্থেই সে প্রমাণ আছে। রাজশেখর তাঁহার কাব্য-মীমাংসা গ্রন্থে পূর্বদেশে ১৬টি জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন – যথা, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, কোশল, তোসল, উৎকল, মগধ, মুদ্গর, বিদেহ, নেপাল, পুণ্ড্র, প্রাগ্-জ্যোতিষ, তাম্রলিপ্তক, মলদ, মল্লবর্তক, সুহ্ম ও ব্রহ্মোত্তর। এই ষোলটি জনপদে উৎপন্ন দ্রব্যের ক্ষুদ্র একটি তালিকাও তিনি দিয়াছেন, যথা, লবলী, গ্রন্থিলর্ণক, অগুরু, দ্রাক্ষা, কস্তুরিকা। এই তালিকা রাজশেখর কি উদ্দেশ্যে করিয়াছিলেন, বলা শক্ত; কিন্তু এ কথা বুঝা শক্ত নয় যে তিনি গন্ধদ্রব্য এবং আয়ুর্বেদীয় উপকরণের একটি ক্ষুদ্র তালিকা মাত্র দিয়াছেন।"[২ (তথ্যসূত্র)]

অন্যত্র নীহাররঞ্জন লিখছেনঃ
"এই দেশকেই গ্রীক ঐতিহাসিকেরা বলিয়াছেন গঙ্গারাষ্ট্র বা Gangaridae। এই গঙ্গা-বন্দরের (তাম্রলিপ্ত হইতে পৃথক) রপ্তানি দ্রব্যগুলির মধ্যে প্রথমেই পাইতেছি malabathrum বা তেজপাতা। Ptolemy বলেন Kirrhadae বা কিরাত দেশএই সবচেয়ে ভালো তেজপাতা উৎপন্ন হইত। উত্তর বঙ্গের কোনও কোনও স্থানে, শ্রীহট্টে এবং আআসামের কোনও কোনও জায়গায়, সাধারণভাবে পূর্ব-বিহারের পার্বত্য জনপদগুলিতে এখনও প্রচুর তেজপাতা উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ব্যবসাও খুব বিস্তৃত। ইহার পরেই দেখিতেছি, গাঙ্গেয় পিপ্পলির উল্লেখ; ইহারও উৎপত্তিস্থল বোধহয় ছিল বাঙলার উত্তরে পার্বত্য সানুদেশ। রোমদেশীয় বণিকএরা Nelcynda হইতে যে প্রচুর পিপ্পলি পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে লইয়া যাইতেন, তাহার অধিকাংশই যে এই গঙ্গা বন্দর হইতে যাইত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিছু কিছু মালাবার অঞ্চল হইতেও যাইত, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের পিপ্পলি (গ্রীক পেপেরি = অধুনা pepper) গঙ্গা বন্দরের পিপ্পলির মত এত বড় বা ভালো হইত না। এই পিপ্পলির ব্যবসায়ে দেশে প্রচুর অর্থাগম হইত..."[৩ (তথ্যসূত্র)]

নীহাররঞ্জন পুনরায় বলছেনঃ

"Periplus Erythri Mari-গ্রন্থে তেজপাতা ও পিপ্পলের উল্লেখ আমরা দেখিয়াছি। এই দুটি দ্রব্যের ব্যবসাও খুব লাভজনক ব্যবসা ছিল সন্দেহ নাই। ... পিপ্পলির বাণিজ্যমূল্যের খানিকটা আভাস পাইতেছি প্লিনির ইণ্ডিকা নামক গ্রন্থ হইতে (খ্রী প্রথম সশতক)। তিনি বলিতেছেন, রোম সাম্রাজ্যে এক পাউণ্ড বা আধ সের পিপ্পলির দাম ছিল তখনকার দিনে ১৫ দিনার, অর্থাৎ পনরটি স্বর্ণমুদ্রা।"[৪ (তথ্যসূত্র)]

সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল, নীহাররঞ্জন নিজেই চাঁদ সদাগরের প্রাচীনত্ব মেনে নিয়েছেনঃ
"[মনসামঙ্গল] যে বাঙালীর প্রাচীন বাণিজ্যস্মৃতি বহন করে, এ কথা সকলেই স্বীকার করেন।"[৫ (তথ্যসূত্র)]

এরপরে নীহাররঞ্জন লিখেছেনঃ
"...প্রাচীন বাঙলায় অর্থাগমের অন্যতম নয়, প্রথম ও প্রধান উপায়ই ছিল বাণিজ্য। এ কথা যে একেবারে শূন্যকথা নয়, তাহা বস্ত্রশিল্প ও পিপ্পল সম্বন্ধে প্লিনির উক্তি হইতেও কতকটা বুঝা যায়। ইক্ষু ও ইক্ষুজাত দ্রব্য, লবণ, নানা প্রকারের হীরা, মুক্তা ও সোনা, তেজপাতা ও অন্যান্য মসলাদ্রব্য ইত্যাদির কথা তো আগেই বলিয়াছি।"[৬ (তথ্যসূত্র)]

বলা দরকার, প্রাচীন যুগের এই সমৃদ্ধি কিন্তু পালযুগেই হারিয়ে গেছে। তবুও পালযুগে সম্রাট মহীপালের শাসনকালে বণিক লোকদত্ত এবং বণিক বুদ্ধমিত্রের উল্লেখ পাই। কিন্তু এরপরে সেনযুগে বাণিজ্যে মারাত্মক ভাঁটা। গোবর্ধন আচার্য, লক্ষ্মণসেনের অন্যতম সভাকবি লিখছেন,
"তে শ্রেষ্ঠীনঃ ক্ক সম্প্রতি শক্রধ্বজ যৈঃ কৃতস্তবোচ্ছ্রায়ঃ।
ঈষাং বা মেঢ়িং বাধূনাতনাস্ত্বাং বিধিৎসন্তি।।

হে শক্রধ্বজ! যে শ্রেষ্ঠীরা (একদিন তোমাকে উন্নত করিয়া গিয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই শ্রেষ্ঠীরা কোথায়? ইদানীংকালে লোকেরা তোমাকে (লাঙ্গলের) ঈষ অথবা মেঢ়ি (গরু বাঁধিবার গোঁজ) করিতে চাহিতেছে।"

এই শ্লোকটি লিপিবদ্ধ করে নীহাররঞ্জন জানাচ্ছেনঃ "প্রাচীনকালে শ্রেষ্ঠীরা শক্রধ্বজোত্থান পূজা (ইন্দ্রের ধ্বজার পূজা) উৎসব করিতেন। দ্বাদশ শতকেও উৎসবটি হইত কিন্তু তখন আর শ্রেষ্ঠীরা ছিলেন না।"[৭ (তথ্যসূত্র)]
মধ্যযুগে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল যে বর্ণনা দিয়েছে গন্ধবণিকদের, তাতে বোঝা যায়, বড়মাপের ব্যবসা বাণিজ্য আর হত না। কবিকঙ্কণ লিখছেন,
"পুরে বৈসে গন্ধবেণ্যা গন্ধ বেচে ধূপ ধুনা
পসার সাজায়া চলে হাটে।"

গন্ধবণিকদের গৌরবোজ্জ্বল প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানে কাজেই আমাদের যেতে হবে মধ্যযুগের বহুপূর্বেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীরা আর এযুগে জন্মান না, অতুল সুররাও চলে গেছেন। রমেশ মজুমদার, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা আর জন্মান না। একটা সভ্যতায় হাজার বছরে বঙ্কিম একটাই হয়, ও নিয়ে ভেবে লাভ নেই। বাঙালির ইতিহাস অনুসন্ধানে যেসব চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা আলো দিয়েছেন এককালে, আজ তারা সবাই অস্ত গেছেন। আসুন, এই অমারাতে আমরাই নাহয় জোনাকির কাজটা করি।

আসুন বন্ধুরা, গন্ধবণিক জাতির ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজে সবাই মিলে প্রবৃত্ত হই।

তথ্যসূত্র (Refrences)

১। রমেশচন্দ্র মজুমদার *হিস্ট্রি অভ এনশিয়েন্ট বেঙ্গল* পৃ-২৩-২৪
২। নীহাররঞ্জন রায়। *বাঙালির ইতিহাস আদিপর্ব* পৃ ১৪৪।
৩। ঐ পৃ ১৪৭-১৪৮।
৪। ঐ পৃ ১৫৪।
৫। ঐ পৃ ১৫৪।
৬। ঐ পৃ ১৫৫।
৭। ঐ পৃ ২৭৬।

জ্যোতির্লিঙ্গের খোঁজে: কামনা লিঙ্গ কালিঞ্জর ধাম স্থাপনা

–বিধান সাধু, সাংবাদিক, প্রভাত খবর

পশ্চিম বঙ্গের রেলনগর চিত্তরঞ্জন শহরটি ঘেঁসে অজয় নদী প্রবাহিত। নদীর ওপারে ঝাড়খন্ড রাজ্যের সীমানা। এই ঝাড়খন্ডের পথ ধরে ঠিক ১০ কিলোমিটার গেলেই গেরিয়া গ্রামে অবস্থিত বাবা ভোলানাথের মন্দির কালিঞ্জর ধাম। স্থানীয় লোকের অনুসারে কালিঞ্জর মহাদেবের কামনা লিঙ্গ। এখানে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করেন বাবা কালিঞ্জর। কালিঞ্জর মন্দিরের সম্পর্কে বিভিন্ন লোককথা শোনা যায়। এই মন্দির কখন, কে, কীভাবে স্থাপনা করেন সেই তথ্য জানার আগ্রহে ১০ বছর আগে তৎকালীন পূজারী অমরেন্দ্র মিশ্র এর কাছে আমরা বেশ কয়েকজন সাংবাদিক গিয়েছিলাম এবং পূজারীর মুখে শুনেছিলাম কিছু অজানা কথা।

প্রায় ৫০০ বছর আগে খুব সম্ভবত যখন ভক্তি আন্দোলনের জনক চৈতন্য মহাপ্রভু খোল করতাল নিয়ে নদিয়া নবদ্বীপ সহ সারা বাংলা ও বাংলার বাইরে ভক্তির ঝড় তুলেছে ঠিক সেই সময়ই নদিয়ার গোপুই নামক এক গ্রামে এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ দম্পতি সন্তান কামনায় আকুল। উছিল মিশ্র সিদ্ধান্ত নেয় যে সন্তানের জন্য স্ত্রী সহ ভোলানাথের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে কামনা লিঙ্গের নামে খ্যাত বৈদ্যনাথ ধাম গিয়ে বাবার শরনাপন্ন হবে। পাঁচশতক বর্ষ পূর্বে বাংলা আজকের মত্ তিলোত্তমা হয়ে উঠেনি। যান বাহন, রাস্তা ঘাট কিছুই ছিল না। উছিল মিশ্র সপত্নীক জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে হেঁটে বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘরের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেন। বেশ কয়েকদিন চলার পর এক সন্ধ্যায় বর্তমানের গেরিয়া (তখন হয়তো এই নাম ছিল না) গ্রামের কাছে পৌছালো। রাত্রি বিশ্রামের জন্য এক লোহার পরিবারে আশ্রয় নেয়। সেই

রাত্রেই উছিল মিশ্র স্বপ্ন পান যে যার খোঁজে তোরা যাচ্ছিস সে এই জঙ্গলেও বিদ্যমান। কাল ভোরে দেখবি এক কপিলা গায় তার দুগ্ধে এক শিবলিঙ্গকে স্নান করাচ্ছে। তুই সেই শিবলিঙ্গকে স্থাপনা কর, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ন হবে।

স্বপ্নের আদেশ মত পরের দিন ভোরে উছিল মিশ্র জঙ্গলে গিয়ে কপিলা গায় ও শিবলিঙ্গ দেখতে পায়। আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে পালন করে। শিবলিঙ্গ স্থাপনা করে নিত্য পূজা করেন ও সেখানেই সন্তান কামনায় আরাধনা করতে থাকেন। এক বছর পর তাদের এক ফুটফুটে পুত্র সন্তান হয়। সন্তান প্রাপ্তির পর তারা বাড়ি ফিরে যায়। ছয় মাস বয়সে ধুমধাম করে অন্নপ্রাসন করা হয়। অন্নপ্রাসনের রাত্রেই সেই শিশুর মৃত্যু হয়। মুহূর্তের মধ্যে পরিবারের আনন্দ কান্নায় বদলে যায়। উছিল মিশ্র শোকে আর্তনাদ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে যান। অজ্ঞান অবস্থায় বাবা ভোলানাথ আবার তাকে স্বপ্ন দেন - "যে তোকে সন্তান সুখ দিলো তুই তাকেই ছেড়ে চলে এসে আনন্দ করছিস এখানে, তোর ভুলের শাস্তি তুই পেয়েছিস। তোর যদি সন্তান চাই তাহলে আবার সেখানেই তুই ফিরে যা"। উছিল মিশ্র সপত্নীক আবার সেই জঙ্গলে ফিরে আসে ও শিবলিঙ্গের পুনঃ স্থাপনা করেন। আবার সন্তান ফিরে পান। কিন্তু মিশ্র পরিবারে পরবর্তী কালে আর কোনো সন্তানের অন্নপ্রাশন হয়না। উছিল মিশ্র বাবা ভোলানাথের কামনা লিঙ্গ কালিঞ্জার ধাম স্থাপনা করে সেখানেই থেকে যায় ও বাবার নিত্য পূজা করতে থাকেন। আজও কালিঞ্জার ধামের পূজারী মিশ্র পরিবার।

সময়ের সাথে সাথে বাবা কালিঞ্জরের মহিমা চারি দিকে ছড়িয়ে পরে। আসে পশে জনবসতি গড়ে উঠে। বাংলায় বিখ্যাত শিবের গাজন এখানেও শুরু হয়। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন থেকে পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত গাজন উৎসব সহ চরক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। বহু মানুষের আশা পূরণ করেছেন বাবা কালিঞ্জর। তাই গাঁজনে শিবভক্তের উপচে পড়া ভিড় প্রমান করে দেয় বাবা কালিঞ্জরের প্রতি ভক্তের শ্রদ্ধা কত খানি।

শঙ্খ: এক পরিচয়

-হিয়া চন্দ্র,
MA, B.Ed, Department of Sanskrit
Jadavpur University, Kolkata

সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে
শিবে সর্বার্থ সাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী
নারায়ণী নমোহস্তুতেঃ।।

শিবপুরান মতে দৈত্যরাজ দম্ভ নামে এক মহাপরাক্রমশালী অসুর ছিল। তার কোনো সন্তান ছিল না। সন্তান প্রাপ্তির ইচ্ছায় দম্ভ বিষ্ণুর কঠিন তপ করতে আরম্ভ করে। তার তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে ভগবান বিষ্ণু যখন তাকে দেখা দিল তখন সে ত্রিলোকে অজেয় এক পুত্রের বরদান চাইল। ভগবান বিষ্ণু তার কথা মত তথাস্তু বলে অন্তর্ধ্যান হয় গেলেন।

কিছুদিন পর দৈত্যরাজ দম্ভের প্রাসাদে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়, তার নাম রাখা হয় শঙ্খচূড়। শঙ্খচূড় ব্রহ্মার কঠিন তপস্যা করে তাকে প্রসন্ন করে, এবং ব্রহ্মার কাছে বরদান চাই যে কোনো দেবতা যেন তাকে পরাস্থ করতে না পারে। ব্রহ্মাদেব তখন তাকে তথাস্তু বলে শ্রীকৃষ্ণ কবচ দিলেন এবং আদেশ দিলেন যে তুলসীর সাথে সে যেন বিবাহ করে।

ব্রহ্মার আদেশ অনুযায়ী শঙ্খচূড় তুলসীর সাথে বিয়ে করে ত্রিলোকে নিজের অধিকার কায়েম করতে থাকল। এর ফলে সমস্ত দেব দেবতাগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ভগবান বিষ্ণুর কাছে এসে সাহায্য চাইল। কিন্তু বিষ্ণু তো নিরুপায় তাই তিনি কিছু করতে পারলেন না, সেই জন্য শেষ পর্যন্ত সবাই শিব ঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

ভগবান শিবও কৃষ্ণ কবচ ও তুলসীর পাতিব্রতার ধর্মের কারণে কিছু করতে পারলেন না। শিবের এই অসহায় অবস্থা দেখে ভগবান বিষ্ণু প্রথমে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দৈত্যরাজ শঙ্খচূড়ের কাছ থেকে শ্রীকৃষ্ণ কবচ দান হিসেবে নিয়ে নিলেন, এর পর শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে তুলসীর পতিব্রতা ধর্মকে হরণ করে নিলেন।

তখন ভগবান শিব শঙ্খচূড়ের সাথে যুদ্ধ করে নিজের ত্রিশূল দিয়ে তাকে ভস্ম করে দেন। শঙ্খচূড়ের হাড়কে মিলিত করে শঙ্খের নির্মাণ করা হয়। বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রিয় ভক্ত হওয়ার জন্য শঙ্খ বা শঙ্খের জল সমস্ত দেব দেবতাগনকে দেওয়া হয়। কিন্তু ভগবান শিব শঙ্খচূড় কে বধ করেছিলেন বলেই শিবের পুজোয় শঙ্খ দিয়ে জল দেওয়া নিষেধ।

শঙ্খ (শাঁখ) হল সৌভাগ্যের প্রতীক। শঙ্খ আমাদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই পুজোর ঘরে থাকে। মাঙ্গলিক কার্যে শঙ্খ বাজানো খুবই শুভ মানা হয়। শাঁখের আবির্ভাব, শঙ্খের প্রকার ভেদ, প্রত্যেক প্রকার শঙ্খের গুরুত্ব এই সব নিয়েই আমি আপনাদের সামনে ছোট্ট একটি তথ্য তুলে ধরলাম।
সনাতন ধর্মের প্রতীক শঙ্খ, ধনের প্রতীক শঙ্খ। ধার্মিক গ্রন্থানুসারে বলা হয় লক্ষ্মীর ভাই শঙ্খ। বলা হয় যে লক্ষ্মী যেভাবে সাগর থেকে প্রকট হযে ছিল, সেইভাবে সমুদ্র মন্থনের সময় যে ১৪ টি অমূল্য রত্ন বেরিয়ে এসেছিল তার মধ্যে একটি ছিল শঙ্খ। সেইজন্যেই শঙ্খকে লক্ষ্মীর ভাই বলা হয়।

প্রকার ভেদ:

আমাদের প্রকৃত তে ৫০,০০০ রকমের শঙ্খ আছে। কিন্তু মূলতঃ তিন ধরনের শঙ্খই পাওয়া যায়-

১. দক্ষিণাবর্তী শঙ্খ, যার উদর ডান দিকে থাকে
২. বামাবর্তী শঙ্খ, যার উদার বাঁ দিকে থাকে
৩. মধ্যবর্তী শঙ্খ যার উদার মধ্যে থাকে

এর মধ্যে দক্ষিণাবর্তী এবং বামাবর্তী শঙ্খই বেশিরভাগ দেখা যায়।

১. দক্ষিনাবর্তী শঙ্খ- বিষ্ণুর প্রিয় এই শঙ্খ, বিষ্ণুর ডান হাতে থাকে এই শঙ্খ। পুরাণ অনুসারে সমুদ্র মন্থনের সময় এই শাঁখ ই বেরিয়ে এসেছিল। ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির প্রতীক হল এই শঙ্খ। তন্ত্রশাস্ত্রে এবং বিভিন্ন পুজোতে এই শঙ্খ ই ব্যবহার হয়। এটি বাজানো যায়না কিন্তু এর গুরুত্ব অপরিসীম। এই শঙ্খ অন্নস্থানে রাখলে অন্ন, ধন স্থানে রাখলে ধন, বস্ত্র স্থানে রাখলে বস্ত্র, যেখানেই রাখা হোক না কেনো, এই শঙ্খ সমস্ত প্রকার গৃহ সমস্যা দূর করে পারিবারিক শান্তি বজায় রাখে। এই শাঁখ অনেক দুর্লভ তাই অনেক মূল্যবানও বটে।

২. বামাবর্তী শঙ্খ- লক্ষ্মীপ্রিয় এই শঙ্খ, তাই এই শঙ্খকে শ্রীযন্ত্র বলা হয়। বেশিরভাগ বাড়িতে এই শঙ্খই দেখা যায়। এই শঙ্খ ঘরে থাকলে ঘরের শ্রীসমৃদ্ধি সব সময় বজায় থাকে।

৩. মধ্যবর্তী শঙ্খ- সচরাচর এই শঙ্খ দেখতে পাওয়া যায় না।
প্রতিটি শঙ্খ এই তিনপ্রকার শঙ্খের মধ্যে কোনো না কোনো একটা হবে।

এবার কিঁছু বিশেষ শঙ্খের সম্বন্ধে আপনাদেরকে বলি:

গণেশ শঙ্খ: ভগবান গনেশের আকৃতি ন্যায় এই শঙ্খ। নিশ্চিত রূপে অনেকই সৌভাগ্যশালী হয় এই শঙ্খ। বলা হয় যে এই গণেশ শঙ্খ যার বাড়িতে থাকে সেখানে সাক্ষাৎ গণেশজী বিরাজ করেন। গনেশের কৃপায় সব বাধা বিঘ্ন দূর হয়ে সর্বমনস্কামনা সিদ্ধ হয়। তবে গনেশের কৃপা হলেই এই শঙ্খ কোনো মানুষ পেতে পারে।

গোমুখী শঙ্খ: গরুর মুখের আকৃতি ন্যায় এই শঙ্খ। শিব পার্বতী স্বরূপ হল এই শঙ্খ। একে কামধেনু শঙ্খও বলা হয়।

পাঞ্চজন্য শঙ্খ: শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এই শঙ্খ। মহাভারতের কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধের সময় শ্রীকৃষ্ণ এই শঙ্খ বাজিয়ে ছিলেন। এই শঙ্খ বাজালে বাস্তুদোষ দূর হয়। এই শঙ্খ রাহু ও কেতুর সমস্ত খারাপ প্রভাবকেও কম করে।

এই ছাড়া আছে; অন্নপূর্ণা শাঁখ, মতি শাঁখ, বিষ্ণু শাঁখ, হীরা শাঁখ, দেব শাঁখ, চক্র শাঁখ, পৌন্ড্র শাঁখ, গরুড় শাঁখ, রাহু শাঁখ, কেতু শাঁখ, শনি শাঁখ, শেষনাগ শাঁখ প্রভৃতি। হিন্দু ধর্মানুসারে ৩৩ কোটি দেব দেবতার আলাদা আলাদা শাঁখ আছে।

শঙ্খের প্রয়োজনীয়তা:
শঙ্খ বাজালে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়, ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া যায়। শঙ্খ ধ্বনি কীটাণু নাশ করে বাতাবরণ শুদ্ধ করে। বলা হয় যে যতদূর পর্যন্ত শঙ্খধ্বনি যায় ততদূর পর্যন্ত নকারাত্মক শক্তি নষ্ট হয়ে সকারাত্মক শক্তিই বিরাজ করে। শাঁখ বাঁজানোর ফলে শ্বাস কষ্ট রোগ ভালো হয়ে যায়। নিয়মিত শঙ্খ বাজালে কোনো অশুভ শক্তি কাছে আসতে পারে না।

নিয়মিত শাঁখের মধ্যে রাখা জলপান করলে হার শক্ত হয় এবং দাঁত ও খুব ভালো থাকে। যেসব বাচ্ছাদের কথা বলতে কষ্ট হয় বা তোতলায় তাদের নিয়মিত শাঁখের জল পান করাতে পারলে খুবই ভালো উপকার পাওয়া যেতে পারে ।

Forgive and Forget

-Arnav Kundu, 7 Years, Class 2,
DAV Public School, Bankura

There were two baby monkeys; they were brother and sister to each other. Brother monkey's name was Tinny, Minny was his sister. Minny was very naughty. She used to pull Tinny's tail and tease him all the time.

One day Tinny got very angry with Minny. He took her favourite toy "house" and threw it out of the door. Minny ran out to look for it. After sometime she came inside crying and said, "I can't find my house, it is lost." Tinny felt very sad. He said, "Don't cry Minny, I will go and look for your house." Saying this he we walked out of the house. Tinny looked inside the bushes and started searching. After searching for some time, suddenly, he spotted the house hidden between seven plants. He picked it up and gave it to Minny. She screamed with Joy. Then she hugged Tinny tight and said, "I am sorry Tinny. I will never pull your tail and tease you all the time. Tinny too hugged her tight and said, "I am really sorry MInny for throwing your house out. Let's forget about what happened and be friends." Both of them forgave each other and went inside the house holding hands.

Who is stronger!

-Sriza Sadhu, Chuchura, Class IV

One day the wind and the sun had a quarrel.
The wind told to the sun, "I am stronger than you!"
The sun told to the wind "I am stronger than you!”
The quarrel went for a long time.
At last the sun said, “I know how to end this quarrel.
Can you see that man walking down the road? He is wearing a thick coat. If you can make him
take off his coat, I shall say you are stronger than me. Go on, try".
The wind was happy to do so. He puffed his cheeks and blew hard.

Whoooooh! Whoooooh!

The wind was very strong. He almost blew away the man's coat.
The man began to feel cold.
So, he pulled the coat tight around himself.
The wind blew hard.
The man pulled the coat harder.
This went for sometime.
At last the wind said, "Sun, I give up.
I cannot get his coat take off".
The sun replied, “Very well. Now it's my turn".
He began to shine with all his might.
The man began to feel hot.
The sun shone harder.
The man began to feel hotter.
He said, "I must take off my coat".
The man took off his coat.

At this the sun laughed. He said, "Wind, I have made the man take off his coat!”

ফেসবুকে ভুত

–নুপুর, Warsaw, Poland

প্রিয়াঙ্কা বিয়ে হবার পর থেকেই একটা নতুন শহরে থাকে নিজের স্বামী র সাথে । স্বামী অনিকেত বসু একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরী করে। সুতরাং প্রিয়াঙ্কা কে ঠিক মতন সময় দিয়ে উঠতে পারে না। ব্যাঙ্গালোর প্রিয়াঙ্কার জন্য পুরোপুরি নতুন একটা শহর। নতুন শহর, নতুন ভাষা, নতুন পরিবেশ। প্রথমটা মানিয়ে নিতে খুব অসুবিধে হয়েছিল। একা একা কতক্ষনই বা থাকবে বাড়িতে। কতক্ষনই বা কথা বলবে আত্মীয় দের সাথে। তাতেও ত টাকা লাগে মানে মোবাইল কল চার্জ। শনি ও রবি বার তার স্বামীর সঙ্গ পায় কিন্তু তার জন্য এক সপ্তাহ র দীর্ঘ প্রতীক্ষা।

একদিন অনিকেত ফেসবুক নামের এক সোশল মিডিয়া র সাথে আলাপ করে দিল প্রিয়াঙ্কার। আর তার পরেই প্রিয়াংকা র জীবন বদলে গেল। অনিকেত অফিস বেরিয়ে গেলেই তার হতে অফুরন্ত সময়। কাজের আম্মা সকালে এসে বাড়ি পরিষ্কার আর বাসন মেজে দিয়ে চলে যাই। অনিকেত এর জন্য সকালে টিফিন বানিয়ে দেয় প্রিয়াঙ্কা সকালেই।তাই তার করার মতন কাজ আর কিছু থাকে না। ফেসবুক এ তার অনেক বন্ধু হল। কিছু তার পুরনো স্কুল কলেজের বন্ধু দের খুঁজে পেল, আবার কিছু দূর ও কাছের আত্মীয় দের, আবার কিছু একেবারে নতুন বন্ধু পেল। তাদের সাথে হতে থাকে তার চ্যাটিং। এই ভাবে দু বছর কেটে গেল ফেসবুক আর দাম্পত্য জীবন।

দু বছর পর প্রিয়াঙ্কা ও অনিকেত জানতে পারল যে প্রিয়াঙ্কা র ব্রেন টিউমার আছে। প্রথমটাই ওরা বুঝতে পারে নি। রাত জেগে অনিকেতের জন্য অপেক্ষা করার মুহূর্তে অন্ধকার ঘরে মোবাইলের স্ক্রীনে অনবরত চোখ রাখার সময় প্রায়ই মাথা ধরত, যন্ত্রণা করত । প্রথমটাই মনে করত ঠান্ডা লেগে ব অনবরত চোখ খোলা রাখার কারণে হচ্ছে। কিন্তু যখন জানতে পারল তখন লাস্ট স্টেজ। আর কিছু করার নেই। প্রিয়াঙ্কা আর কিছুদিনের অতিথি মাত্র। এইটা ভেবে অনিকেত ও নিজের ভুল বুঝতে পারে যে তার উচিত ছিল নিজের বিয়ে করা বউ কে যথেষ্ট সময় দেওয়া। এখন আর কি হবে ভেবে। যা হবার তা ত হয়েই গেছে। এক মাস পর প্রিয়াঙ্কার প্রাণ পাখি বিদায় নিল। অনিকেতএর জিবনে শোকের ছায়া নেমে এলো। সে চাকরি তে বদলি নিয়ে অন্য শহরে চলে গেল শান্তির খোঁজে।

এদিকে অকালে প্রিয়াঙ্কার মৃত্যুতে প্রিয়াঙ্কা ইহলোকে র মায়া কাটিয়ে যেতে পারেনি। এক রাতে তার আত্মা প্রথমে তার বাড়িতে যেখানে গত দু বছর ছিল সেখানে গেল। অনিকেত কে দেখতে না পেয়ে তার মন খারাপ হয়ে গেল। সে সেখান থেকে বেরিয়ে রাতের অন্ধকারে রাস্তায় হাঁটতে শুরু করে। হাঁটতে হাঁটতে সে এক সাইবার ক্যাফে দেখতে পাই। রাতে র জন্য ক্যাফে টি বন্ধ ছিল। সে টুক করে ঢুকে পরল। নিজে নিজেই কম্পিউটার অন হয়ে গেল। এবার প্রিয়াঙ্কা ফেসবুক খুলে খুঁজতে লাগল তার চির পরিচিত দের ও অনিকেত কে। সবাই কে পেল। এবং তাদের সাথে যথারীতি চ্যাট ও করতে থাকল। কেন না তার সব বন্ধু জানত না তার আকস্মিক মৃত্যু র ব্যাপারে। তাই সব বন্ধু ও দুর আত্মীয় দের সাথে কথা বলে অনিকেতের খোঁজ করতে থাকে। একদিন সে অনিকেত কে খুঁজে পাই ফেইসবুকে। প্রথমে ত অনিকেত বুঝতে পারেনি। ভাবলো যে হয়ত প্রিয়াঙ্কা র প্রোফাইল হ্যাক হতেপারে। কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে পারল যে প্রিয়াঙ্কার আত্মা তার সাথে কথা বলছে।যখন প্রিয়াঙ্কা তাদের কিছু গোপন কথা তার সাথে বলে যেটা প্রিয়াঙ্কা বা অনিকেত ছারা অন্য কারুর জানার কথা না।

এবার প্রিয়াঙ্কা সোজা অনিকেতের বাড়ি গিয়ে হাজির হল। এবার অনিকেত কি করবে। অতীত নিয়ে তো আর বাঁচা যায় না। আর প্রিয়াঙ্কা কেই বলবে কি করে যে তার জীবন থেকে চলে যেতে। কেননা সে তো প্রিয়াঙ্কা কে ভালোবাসে। প্রিয়াঙ্কা ও বুঝতে পারছে যে এমন ভাবে তাদের মিলন হবে না।

প্রিয়াঙ্কা– আমাকে কত দিন তোমার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। এমন ভাবে কত দিন কত বছর কাটাতে হবে।
অনিকেত– তুমিই বলে দাও কি করে আমাদের মিলন হবে। আমি যদি তাড়াতাড়ি মরে যাই তাহলে হয়ত হতে পারে।
প্রিয়াঙ্কা– তাহলেই কি হবে। আমি মরেছি মারণ রোগে। তুমি তো আত্মহত্যা করবে। আর তোমার পরিবার ও ত আছে। তাদের ফেলে আমার কাছে আসবে? এটা একটু স্বার্থপরতা হয়ে যাবে না!
অনিকেত– না না, সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি কাল ই শরবতে বিষ মিশিয়ে খেয়ে নেব।

তার পর দিন একটা ফলের জুস তৈরি করে তাতে বিষ মেশালো। কিন্তু যেই খেতে যাবে ঠিক তখন ই মোবাইলে অনিকেতের মা ফোন করেছে। তাই হাতের গ্লাস রেখে

ফোনে কথা বলছে। নিজের মায়ের সাথে কথা বলে ও একটু দুঃখী হয়ে যাই। তার পরিবার ও খুব একা অনুভব করছে তাই অনিকেত কে কিছু দিনের জন্য বাড়িতে পেতে চাই। মায়ের সাথে কথা বলার পর তার পরিবারের প্রতি মন টা আনচান করতে থাকে ।আর প্রিয়াঙ্কা কে বলা কথা ও ফেরাবে কেমন করে। বুঝতে পারছে না। প্রিয়াঙ্কা সামনে বসে সব দেখছে। তাই একটু ইতস্ততা করতে গিয়ে হাত থেকে গ্লাস পরে যাই। হঠাৎ প্রিয়াঙ্কা বলে উঠল যে আজ তোমাকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে। তাই আজ কিছু করার দরকার নেই। কাল অন্য কিছু ভেবে সিদ্ধান্ত নেবে। যাক এ যাত্রাই তো আর কিছু হল না। অনিকেত গিয়ে শুয়ে পড়ল। কিন্তু ঘুম এলো না। সে ভাবতে থাকলো যে কাল কি করবে।

তার পরের দিন অফিস থেকেই এসে দেখে প্রিয়াঙ্কা বসে আছে। যেন তার ই প্রতীক্ষা করছিল। অনিকেত হঠাৎ বলে উঠল যে বিষ এর বোতল শেষ হয়ে গেছে তাই আজ আর বিষ প্রয়োগ করা হবে না। তখন প্রিয়াঙ্কা বলে উঠল যে চল কোন লং ড্রাইভে যাই। অনেক দিন যাওয়া হয়নি একসাথে। আর সেখানে গেলে কার্যসিদ্ধি ও হতে পারে। এবার ও অনিকেত দনামনা করতে থাকে। কিন্তু ড্রাইভে বেরিয়ে পড়ে। বাইকের পেছনের সিটে প্রিয়াঙ্কা বসলো। চালানোর ইচ্ছে নেই তবুও চালাচ্ছে। এক সময় একটা উঁচুনিচু তে সামলাতে না পেরে প্রায় পরেই যাচ্ছিলো আর সামনে থেকে ভারী মাল বোঝাই ট্রাক হাওয়ার বেগে পেরিয়ে গেল,কিন্তু সামলে নিলো। তারপর অনিকেতের হাত পা ঠান্ডা হয়ে কাঁপতে শুরু করলো। আসলে মৃত্যু আসন্ন টা অনেক কাছে থেকে দেখল ত।কোন রকমে বাড়ি ফিরে এলো। তারপর গিয়ে চুপচাপ সুয়ে পড়ল। সকালে উঠেই প্রিয়াঙ্কা কে দেখতে না পেয়ে মনে করল হয়ত চলে গেছে। তাই ফ্রী মনে চায়ের কাপ হাতে ছাদে এসে দেখে প্রিয়াঙ্কা এখানে। প্রিয়াংকা ই হঠাৎ বলে উঠল সামনের যে ফ্ল্যাট এর বিল্ডিং টা হচ্ছে সেখান থেকে কেও যদি ঝাঁপাই তাহলে নির্ঘাত মৃত্যু তাই না। এর পর প্রিয়াঙ্কার দিকে কটমোটিয়ে তাকালো অনিকেত।

অনিকেত– তুমি কি? তোমাকে আমি এত ভালোবেসেছিলাম। তুমি তার প্রতিদান এ আমার মৃত্যু চাইছ। একটু লজ্জা লাগে না। মানছি আমার আর একটু তোমার প্রতি সচেতন ও দায়িত্বশীল হোয়া উচিত ছিল। পারিনি। আমার ভুল হয়ে গেছে।এখনও তোমাকে ভুলতে পারিনি। তাই বলে নিজের বাবা মা ভাই কে ছেড়ে শুধু মাত্র তোমার কাছে যাবার জন্য আমি আত্মহত্যা করতে পারব না। আমার ও ত একটা দায়িত্ব আছে নিজের পরিবারের প্রতি। তুমি তো এই জগৎ থেকে চিরতরের জন্য

বিদাই নিয়েছ। তাহলে কেন আমাকে আবার যন্ত্রণা দিতে এসেছ। আমি কি ক্ষতি করেছি তোমার। লোক ভালোবাসার জন্য কি না করে। কত ত্যাগ করে। আর তুমি স্বার্থপরের মতন আমাকে এই পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতে চাও। তোমার আত্মা র কি এতটুকু বিবেক বলে কিছু নেই।
বলেই ঝরঝরিয়ে কেঁদে ফেললো অনিকেত।

প্রিয়াঙ্কা- আমি ভাল বাসি বলেই শান্তি পাচ্ছিলাম না তোমাকে না দেখতে পেয়ে। অনেক খুঁজে তোমাকে পেলাম। তোমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে নি। জানি তুমি আমি এরকম ভাবে এক হতে পারব না। আমি তোমাকে নিজের লোকে নিয়ে যেতে আসিনি। তুমি যখন বললে যে এমন ভাবে আমরা কোন দিন এক হতে পারব না তখন মনে হল যে সত্যি তুমি আমাকে এতটা ভালোবাসো যে সব কিছু ছেড়ে আমার কাছে আসতে তুমি রাজি। কিন্তু সেদিন তোমার মার ফোন আসাতে বুঝতে পারলাম যে সেটা তুমি আমাকে কথার কথা বলেছ। তাই অনিচ্ছা সত্বেও যখন তুমি বিষ খেতে গেলে আমি ই গ্লাস টা কায়দা করে ফেলে দিলাম। কাল যখন সেই ভারি ট্রাক টা তোমার পাশে থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল তখন ও তোমাকে বাড়ি নিয়ে এলাম। যদি তোমাকে নিজের সাথে নিয়ে যাবার থাকত তাহলে অনেক আগেই নিয়ে চলে যেতাম। তোমার এক একটা স্টেপ বিফল হওয়া দেখতাম না। তুমি যদি সত্যি আমাকে মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে তাহলে আমাদের সম্পর্ক টা কে একটু সময় দিতে। তাহলে হয়ত আমি মারা যাবার পর ও অতৃপ্ত এর মতন ঘুরে বেরাতাম না। জানিনা কত দিন ইহলোক আর পরলোকের মাঝে আমাকে থাকতে হবে। তবে আমি সম্পূর্ণ হতে পারিনি তোমার ভালবাসায়। ভাল থেকো। বিয়ে করলে তাকে অন্তত একটু সময় ও ভালোবাসা দিও।

এই বলে প্রিয়াঙ্কা বিদাই নিলো। কিন্তু সে তো অতৃপ্ত আত্মা। সে আবার তার ফেসবুক দুনিয়া তে ফিরে গেল। যেখানে কেউ জানতে চাই না যে সে জীবিত না মৃত, কোথায় থাকে কি করে। সারারাত জেগে থেকে যারা ফেসবুক করে তাদের সাথে বসে গল্প করে, কথা বলে, ভিডিও তে কথা ও বলে। আর প্রতীক্ষা করে কোন তার ডাক আসবে পরলোক থেকে।
আপনিও কি রাতে প্রিয়াঙ্কা বা এঞ্জেল প্রিয়া নামে কারোর সাথে চ্যাট বা কথা বলেন নাকি?

মহিষাসুর

-আরতি চন্দ্র

ঠাকুমার ছোট্টবন্ধুরা আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। পুজোতো চলেএসেছে, স্কুলে-স্কুলে ছুটিও পরে গেছে, কি তাই তো? নতুন-নতুন জামা কাপড় পরে ঘুরতে যাওয়া, ঠাকুর দেখা, ভালো-ভালো মুখরোচক খাবার খাওয়া এবার তো শুরু তাই না, ভারী মজা বলো। তবে তোমরা কি জানো আমাদের এই মা দুর্গা ঠাকুরের আবির্ভাব কি করে হল? মহিষাসুর কে? কেন মা দুর্গাকে মহিষাসুরমর্দিনী বলা হয়? - চল আজকে সেই গল্পই আমি তোমাদের শোনাব।

পৌরাণিক কথানুসারে মহিষাসুরের পিতা রম্ভ ছিল পরমশক্তিশালী অসুররাজ। এই রম্ভের সাথে জলে বসবাসকারী এক মায়াবী মহিষের সাথে প্রেম পরিণয় হয়ে যায় । এনাদের পুত্র মহিষাসুর সেই জন্য স্বইচ্ছায় যখন মন যায় তখন মহিষ, আবার যখন মন যায় তখন মানুষের রূপ ধারণ করতে পারত।

মহিষাসুর সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার এক মহান ভক্ত ছিল। মহিষাসুরের কঠোর তপস্যায় ব্রহ্মদেব সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বরদান দিয়েছিলেন যে, কোনো দেবতা, কোনো অসুর, বা কোনো জন্তু তাকে বধ করতে পারবে না।

ব্রহ্মার এই বরদানের ফলে মহিষাসুর স্বর্গলোক, মর্ত্যলোক ও পাতাললোক এই ত্রিলোকেরই স্বামী হতে থাকল। তখন সমস্ত দেবগণ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ত্রিমূর্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ত্রিদেব এবং বাকি সমস্তদেবগণ মিলে মহিষাসুরের বিনাশের জন্য পরমশক্তি দেবী দুর্গার সৃজন করলেন। ভগবান শিব ত্রিশূল, ভগবান বিষ্ণু চক্র, ইন্দ্রদেব নিজের বজ্র এবং ঘন্টা , সূর্যদেব নিজের রশ্মি ও সিংহ- এইভাবে সমস্ত দেবতাগণ একে-একে নিজেদের অস্ত্র দিয়ে দশভূজা দেবীকে সজ্জিত করলেন। নানাবিধ অস্ত্রে-শাস্ত্রে সজ্জিত দেবী মহিষাসুরকে যুদ্ধের জন্য হুঙ্কার দেন। দেবী দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুর ও তার সেনাপতিগণের টানা নয় দিন পর্য্যন্ত যুদ্ধ হয় এবং দশম দিনে দেবী দুর্গা মহিষাসুরের বধ করে।

সেই জন্যেই দশ দিনের যে দুর্গাপূজা উৎসব হয় তাতে প্রথম দিন থেকে নবম দিন পর্যন্ত নবরাত্রি আর দশম দিনে অশুভের প্রতি শুভের বিজয় প্রাপ্তি হেতু বিজয়াদশমী উৎসব পালন করা হয়। ভারতের অনেক রাজ্যে এই দশম দিনে দশহারা উৎসবও খুবই জনপ্রিয়।

মা দুর্গার উৎপত্তি মহিষাসুরের মর্দন অর্থাৎ নাশের জন্যেই হয়েছিল, তাই মা দুর্গাকে মহিষাসুরমর্দিনী বলা হয়।

তাহলে তোমরা জানলে তো মা দুর্গার আবির্ভাবের এই ইতিহাস। আশাকরি তোমাদের এই গল্পটা ভালো লেগেছে।

ভাইজ্যাক টু আরাকু ভ্যালি ট্যুর

-রাখি সাধু, ব্যান্ডেল

বর্তমান কর্মব্যস্ত জীবনে আমরা সবাই বেড়াতে ভালোবাসি, কিন্তু সময় পাই না। দুবছর আগে ভাইজ্যাক বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেই বছর প্রবল বৃষ্টির জন্য চেন্নাইতে বন্যা হয়, তার জন্য আমাদের আগের থেকে বুকিং করে রাখা ট্রেন বাতিল হয়ে যায়। তাসত্ত্বেও আমরা প্ল্যান বাতিল করি না। ঠিক করি, হাওড়া থেকে ভুবনেশ্বর হয়ে বিশাখাপত্তনম যাব এবং সেই রকম কাজ করি। যখন বিশাখাপট্টনামে পৌছালাম তখন বেলা ২টা। পরের দিন আমাদের আরাকু ভ্যালি যাবার দিন। রাত্রে কিছুতেই ঘুম আসছিল না।

সকালে তাড়াতাড়ি উঠে খাওয়া-দাওয়া সেরে স্টেশনে এলাম, তখন ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। আগের থেকে বুকিং ছিল বলে কোনো সমস্যা হয় নি। সকল বেলায় কিরান্দুল প্যাসেঞ্জের ট্রেন যেটা আরাকু ভ্যালি হয়ে যায় এবং বিকেল বেলায় ফিরে আসে, সেই ট্রেনে উঠলাম। ৭:০৫ নাগাদ ট্রেন ছাড়ল। ট্রেনটা একটা-দুটো স্টেশন পেরোনোর পর আস্তে-আস্তে পাহাড়ে উঠতে শুরু করল। কখনো ট্রেনের বাঁ দিকে ঝর্না দেখা যাচ্ছে, আবার কিছুক্ষণ পর পাহাড় দেখা যাচ্ছে। ট্রেন যখন টানেলের মধ্যে ঢুকছে তখন একদম অন্ধকার, আবার টানেল থেকে যখন বেরোচ্ছে তখন আবার প্রচুর আলো। ব্রিজের উপর ছুটে চলেছে। ট্রেনটির ডান দিকে উপত্যকা দেখা যাচ্ছে। খুব সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য মন ভরিয়ে দিচ্ছে।

(Train to Araku Valley)

(River flowing between valley)

আমরা যখন আরাকু স্টেশন পৌছালাম তখন বেলা ১১টা। আমরা একটা অটো ঠিক করলাম, সে আমাদের সমস্ত জায়গা ঘুরিয়ে দেখাবে এবং ঠিক সময়ে স্টেশনে পৌঁছে দেবে।

(Padmapuram Garden)

আমরা প্রথমে পদ্মাপুরাম বোটানিক্যাল গার্ডেনে গেলাম।এখানে প্রচুর গাছ, কত গাছের নামই জানিনা।

এরপর আমরা ঢুকলাম ট্রাইবাল মিউজিয়াম, ঢোকার মুখেই এখানে একটা পুকুর আছে এবং প্রচুর লোক বোটিং করছে। এখানে আদিবাসী মানুষদের জীবন যাত্রার রীতি-নীতি মডেল আকারে পরিবেশন করা হয়েছে। তাদের রান্নার জিনিস, অলংকার, বাদ্য যন্ত্র, বিয়ের সামগ্রী সমস্ত কিছু যত্ন সহকারে রাখা হয়েছে। আদিবাসীদের নৃত্য পরিবেশন করার জন্য বড় একটা স্টেজ আছে। সেখান থেকে বেরিয়ে অটোয়ালা আমাদের যেখানে কফি চাষ হয় সেখানে নিয়ে গেল।

(Pictures of Tribal Museum)

(Coffee Plant)

পাহাড়ের ঢালে বড় বড় গাছের নিচে প্রচুর কফি গাছ এবং তাতে প্রচুর কফি ফল ধরে আছে। পাশে কফির দোকান ছিল, আমরা সেখানে কফি খেলাম। ওরা জানাল যে ওরা কফি বীজ গুলো রোদে শুকিয়ে উনুনে ভেজে গুঁড়ো করে কফি বানায়। এখানকার কফির স্বাদ আমাদের বাজারের কফিকেউ হার মানাবে। আমরা ফেরার সময় কয়েক প্যাকেট কফি কিনলাম।

এরপর পাহাড়ের ঢাল বরাবর আসছি, আর চারিদিকে সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখছি। এরপর আমরা পৌঁছালাম বর্রা গুহা(Borra Caves), প্রাকৃতিকভাবে তৈরী এই গুহা সত্যি আশ্চর্য্যজনক আর বিরাট বড়ো প্রকান্ড, সিড়ির মাধ্যমে গুহার ভিতরে নামছি। কোথাও ঝর্ণা দিয়ে জল পড়ছে, কোথাও রাস্তা এত সরু যে মাথা নিচু করে যেতে হচ্ছে। শোনা যায়, এখানে এক রাখাল গরু চরাচ্ছিলো, তো একটা গরু এই গুহার মধ্যে পরে যায়। রাখাল সেই গরুর খোঁজে এই গুহার সামনে আসে, তখন এই গুহাটি সকলের নজরে পড়ে।প্রচুর মানুষের ভীড় হয় এই গুহাটিতে। গুহাটি নিচে নেমে আবার উপরে উঠে আসতে আমাদের পা ব্যথা হয় গেল।

(Borra Cave)

এরপর লাঞ্চের সময়, এখানকার খাবার হলো ব্যাম্বো চিকেন। বাঁশের মধ্যে মাংস পুড়িয়ে রান্না করা হয়, খেতে খুবই সুস্বাদু। এবার আমাদের ফেরার পালা। এখানে বাঁশের তৈরী কাপ, গ্লাস বিভিন্ন রকমের সামগ্রী তৈরী হচ্ছিল। এখানকার স্টেশনটির নাম বর্রা গুহালু।

সন্ধ্যে হয়ে গেল, পুরো ফাঁকা, জনবসতি নেই বললেই চলে। ট্রেন আসতে খুব লেট করছিল একজন শুধু চা নিয়ে বসেছিল, তার চা শেষ হওয়ার পর সেও চলে গেলো।

অবশেষে ট্রেন এল, আমরা আমাদের নির্দিষ্ট কামরায় উঠে যখন বিশাখাপত্তনম এলাম তখন রাত্রি ১০ টা। ফোনের কোনো সিগনাল ছিল না তাই বাড়ির লোকজন যোগাযোগ করতে না পেরে খুব দুশ্চিন্তা করছিল। ফিরে আসার পর একটু বকুনি খেলাম, যদিও যাত্রাটা ভালোই কাটলো।

Drawing/Painting

Subhojeet Kumar, Class 8, Dhanbad

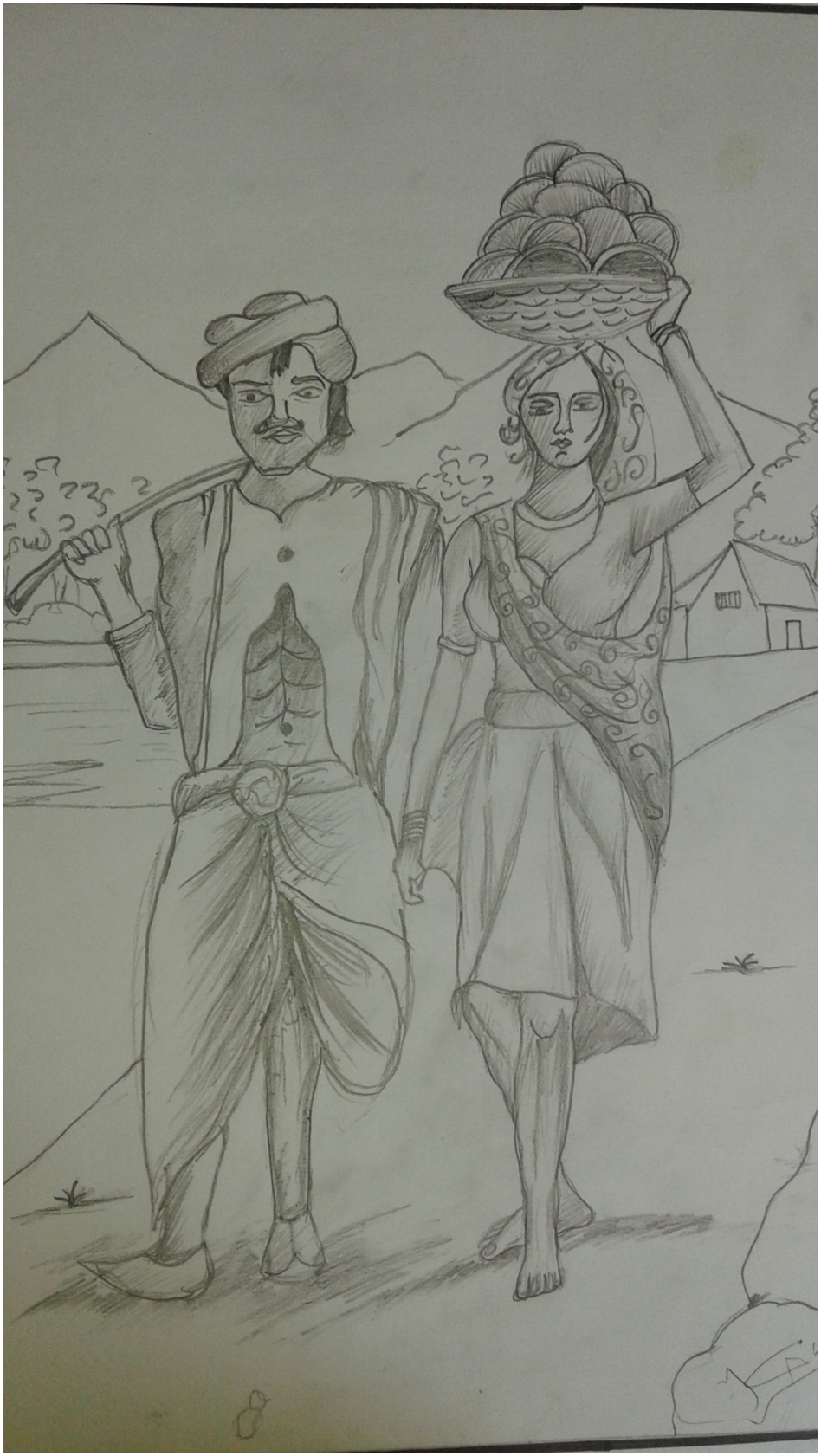

Subhojeet Kumar, Class 8, Dhanbad

নাম: জিষ্ণু হালদার
বয়স: ৫বৎ. ৮মাস
ক্লাস: কেজি ২
বরানগর

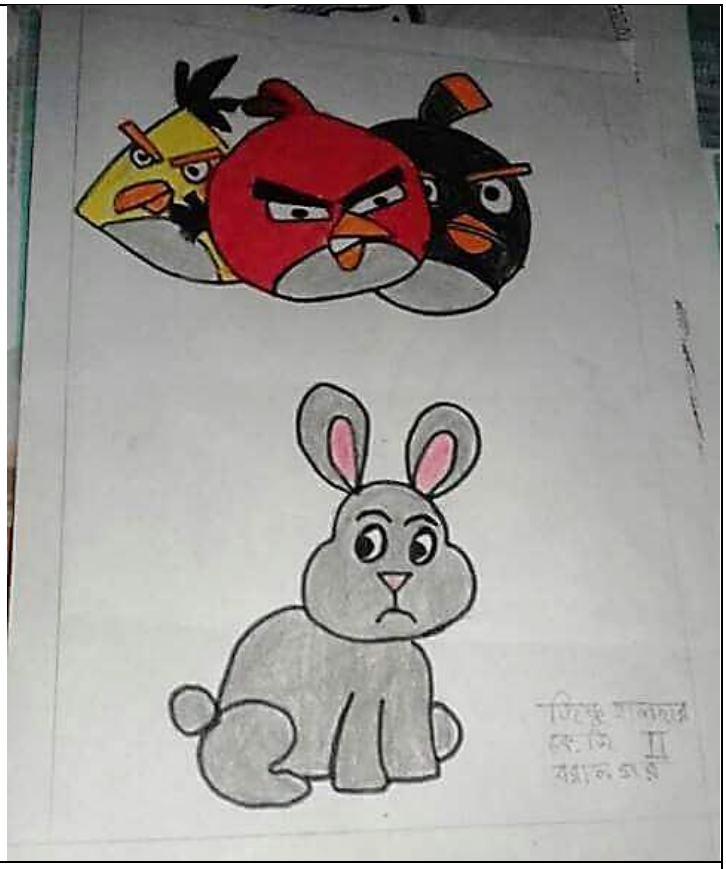

Aparajita Haldar, Badanagar

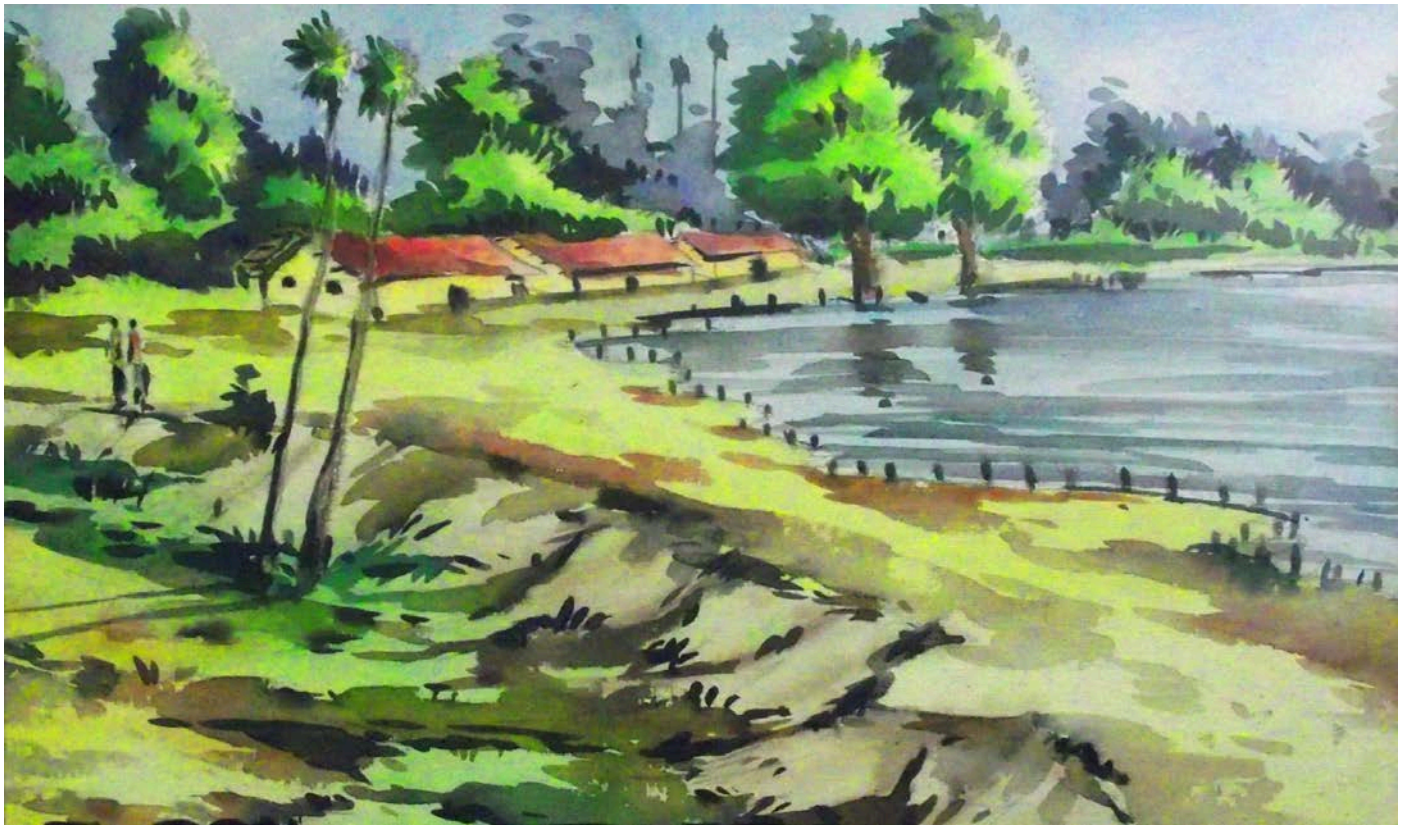

Krishna Kar

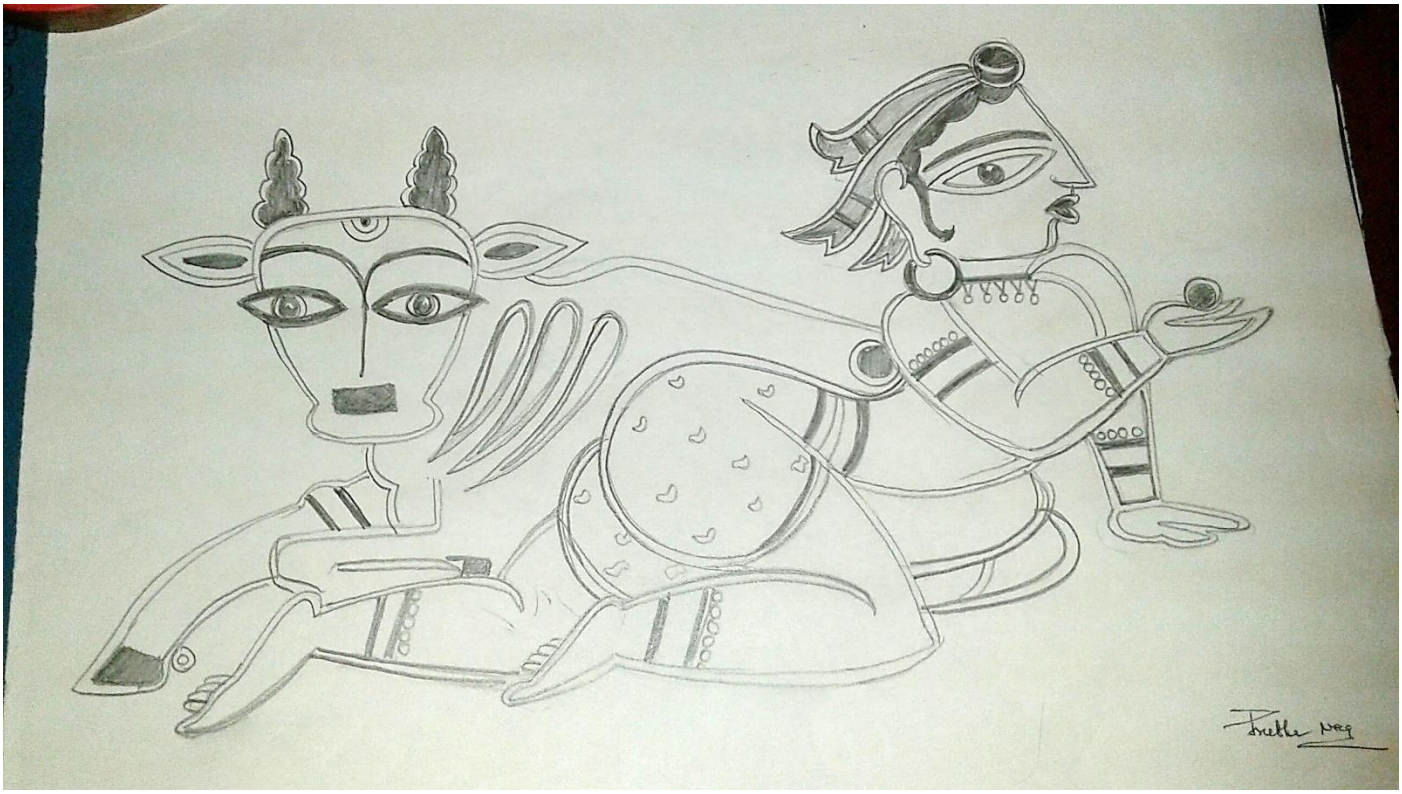

Preetha Nag, Kolkata

Chumki Sadhu, Raniganj

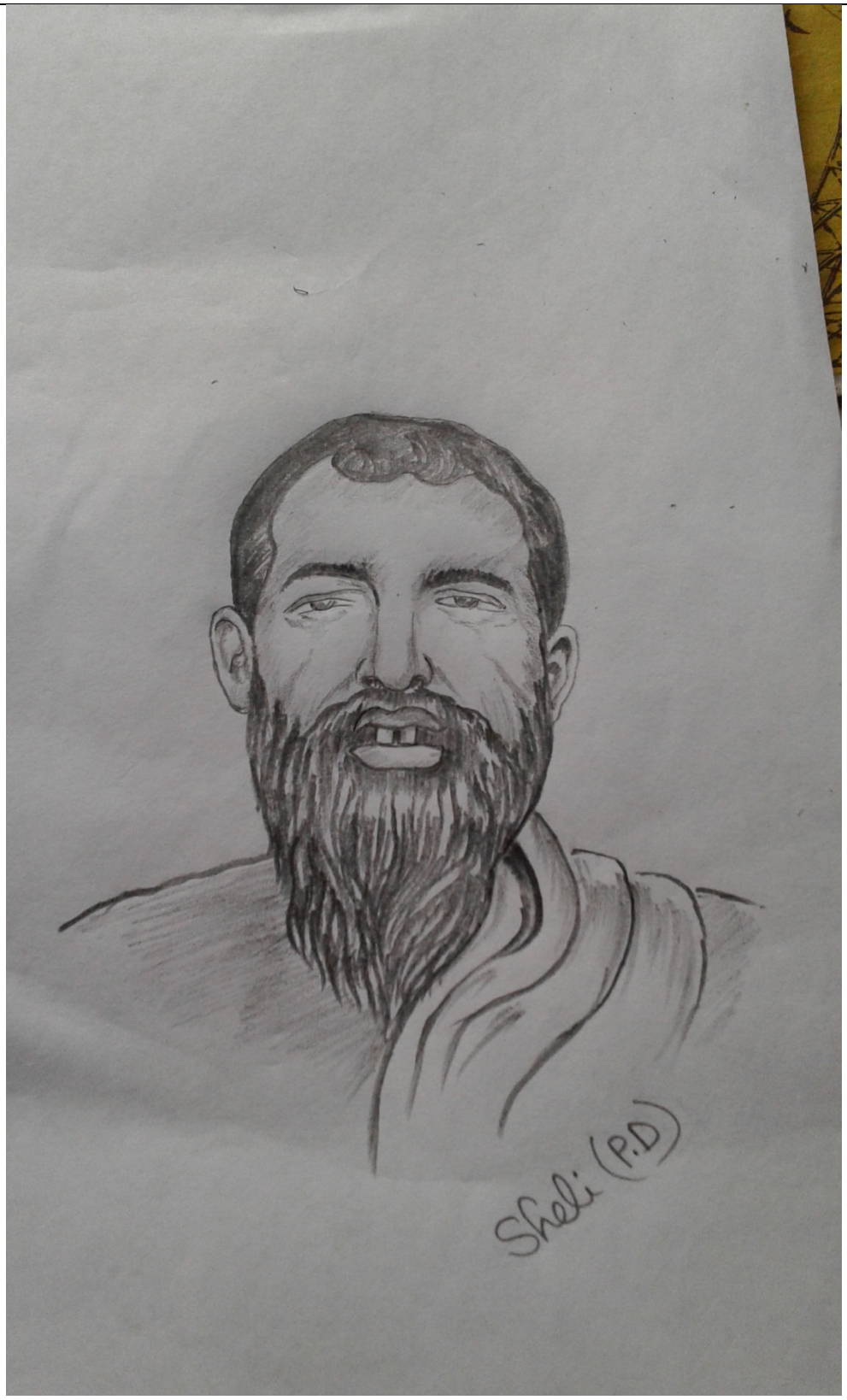

Sheli Dey, Nadia

পৃথিবী হবে মানবতার

-- বিধান সাধু

পুজো মানে বাড়িতে সাজ সাজ রব,সবার বাড়ি ফেরার খবর
কানু ময়রার লাড্ডু আর মায়ের হাতের রান্নার আড়ম্বর।
ঘুরতে যাওয়া,আইসক্রিম খাওয়া,আর বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারা
প্যান্ডালের সামনে সেলফি তোলা,আর ফেসবুকে আপলোড করা।
জানেন পুজোর আনন্দ দ্বিগুন হয় যদি থাকে এক ফুটফুটে মেয়ে।
সারাটা দিন কাটে শুধু তাকে নিয়ে।
বঙ্কুদার ছয় বছরের মেয়ে নাম তার সোমা
মেয়েটার মা নেই বঙ্কুদাই তার বাবা ও মা।
কিন্তু বঙ্কুদা নয় সোমার জন্মদাতা
এক নির্ভয়ার গর্ভে পাঠিয়েছে তাকে বিধাতা।
এই পুজোই সোমা ধরলো এক বায়না
কে তার মা দেখাতে হবে শুনবো না কোনও বাহানা।
কি.....কি উত্তর দেবে তার মেয়েকে
তাই ডাকে নীরবে মহামায়াকে।
হে মা দুর্গা এসো তুমি তোমার ধারালো অস্ত্র নিয়া
আর যেনো কোনো মেয়ে না হয় নির্ভয়া।
আর কোনো সোমা, হারাবে না মা,বঙ্কুর হবে না হার
সহস্র মহিষাসুর করো বধ, পৃথিবী হবে মানবতার।।।।।

হোটেল বয়

-- প্রলয় দে, বেলুড়, হাওড়া

রাধ শ্যাম-
আলুরদম বড্ড কম।
দিচ্ছে ন্যাপা
বড্ড ক্ষ্যাপা একটু চাপা।

ওদেরই ছেলে নামটা পেলে
বড়ই এলবেলে।
প্যান্ট-ই ছেঁড়া, চুলটি খাঁড়া
চোখটি একটু ট্যারা।

কষ্ট লাগে, দেখলে এদের
দুঃখ ভরা মুখ,
পায়না খেতে দুবেলা দুমুটো
ঘুঁচবেকি এদের দুঃখ।

ইগো

-- অপরাজিতা

হয়তো তুমি ভাবছো যেটা
আমিও ভাবি তাই 😊
মধ্যে শুধু যোজন দূর
পেরিয়ে আসা চাই 🙂
খানিকটা পথ এগোও তুমি 👍
খানিকটা পথ আমি 👍
কে এগোবে প্রথম পা
সেই প্রশ্ন দামী ✌
তোমার আমার অহংবোধে
দূরত্বরা বাড়ে 😒😒
কাছাকাছি থেকেও তখন
আলোকবর্ষ দূরে 🌙🌙
তবুও তুমি ভাবছো যেটা
আমিও সেটা ভাবি
একটিবার জোর করেই
জানাই আমার দাবী 💜💜
অহংকারী মন শুধু
নীরব থেকে যায় 🙂
অভিমানের পাহাড় জমে
আকাশ ছুঁতে চায় 🌈
খানিকটা পথ এগোও তুমি
খানিকটা পথ আমি 🌍
অহংকার তীব্র হলেও
ভালবাসাটাই দামী। 💘💘

আমার দেশ

-- দেবযানী দত্ত

"কে দিলো গো ভাত ঠাম্মা!!!
কোন বাড়িতে পেলে???"
"ওই যে হোতা ক্লাব ঘরেতে
হচ্ছে পূজো স্বাধীনতা!!
দেখগে গিয়ে উড়ছে সেথায় তিনরঙ্গা পতাকা ,
পেট পুরে খেতে দিচ্ছে বটে বাবুরা ,হোথায় যা...."
বুড়ি ঠাম্মার কথা শুনে
দৌড়ে গেলো লক্ষ্মী ---
দেখলো হো হচ্ছে বটে
স্বাধীনতা পূজোটি ।
কি সোন্দর জামা পড়েছে ,
তার মতো সব কত্তো ছেলে মেয়ে----
তারা সবাই কেও গায়ছে গান,
বা হাত তালিটো নিচ্ছে কবিতা কয়ে।
লজ্জা তার লাগলো বটে ---
নিজের পানে চেয়ে,
তা হোকেগ অনেক দিনের পরে
পেট ভরে আজ নেবে খেয়ে।
হেইমা, স্বাধীনতা পুজোটি যেন
আসে বারে বারে॥

স্মৃতির পাতায়

-- মধুমিতা রুদ্র

তোর কবিতা পড়ি
একলা অবসরে
তেল -মশলার পাট চুকিয়ে রোদ্দুরে পিঠ রেখে।
শুনছি তোর বর্তমানটা পাল্টাছে
জানিস,আমি আজও অতীতের
গন্ধে যাচ্ছি ছবি
একেঁ।
তোর সুনীল, আমার জয়
এই নিয়ে কত কাটিয়েছি
সময়।
শুনলাম কলমের ডগায় পেরিয়েছিস
এক-দুই করে হাজার সম্মানের গন্ডী
ছুঁয়েছিস অচেনা নারী হৃদয়।
সেদিন শুনলাম তুইও আমার
মতো, হেঁটেছিস অনেক
কিন্তু মনে মনে শুরুতেই আছিস
থেমে।
কবিতার নাম রেখেছিস "আনন্দী"
কলমের কালিতে কাগজের
শরীরে সাজিয়েছিস নিজের
মত করে
কে বলে প্রেমিক হৃদয় প্রেম
ভুলে যায়,
তোর আমার প্রেম হয়নি তো অপচয়!
আছি এখন অনেক দূরে
হয়েছি সাত পাকে বন্দী।
তবু মনের ভিতর বেঁচে আছে
তোর দেওয়া ডাক নাম আনন্দী।।

আমার আকাংখিত স্বপ্ন

-- দেবব্রত দত্ত

দিন বদলের স্বাগ্নিক ভোর আজও বহুদূর,
এই দীর্ঘ নির্বাসন –তুমি চাওনি জানি, জানি
আরও নির্বিচারে বিক্ষত হতে হবে তোমায়,
জানি তোমার দৃঢ় সংগ্রাম, অজস্র প্রলাপ আর অজস্র মৃত্যুর
বন্ধু থাকবে চিরকাল,
এখুনও দেখো,
স্তুপের পেছন স্তুপ হয়ে আছে মুমূর্ষ মানব,
অসংখ্য মানুষের আজও জন্মানো বাকি, তাই
আজ প্রতীক্ষায় আছি,
আমার তিলোত্তমা কাব্য চাইছে,
তোমার সুষুম্নাশীর্ষের সংগ্রামী বোধ,
আদিম আলো আধারেও বেঁচে থাকুক, দীর্ঘ জন্মভোর।

WANTED BRIDE (পাত্রী চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
সরকারি উচ্চ মাধ্যমিক পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষক, ২৮, ৫'৪"। সুশ্রী পাত্রী চাই। যোগযোগ: ৯৮৩২১১০৮৮২	Wanted beautiful girl for W.B Gandhabanik Boy, Govt. High School Physics Teacher, Age:28, Height:5'4" Contact: 9832110882
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
নাম: সুমিত চন্দ্র বণিক, বয়স: ২৮ বছর, উচ্ছতা: ৫' ৪", দৃষ্টিহীন (অন্ধ), শিক্ষাগত যোগ্যতা: BBA পেশা: একটি প্রখ্যাত রাষ্ট্রায়াত্ব ব্যাঙ্কে এ কর্মরত একমাত্র পুত্র, দক্ষিনেশ্বর কালী মন্দির এর কাছে নিজের তিন তলা (G +২) বাড়ী। শিক্ষিতা, ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ: ইমেল: sumit.dob1989@gmail.com মোবাইল: 9748735216, 8420806383	Name: Sumit Chandra Banik Age: 28 years, Height: 5"4', Visually Impaired(Blind), Education: BBA, Working in a Renowned Public Sector Bank, Only Son of Parents, Own House(G+2), Near Dakhshineswar Kali Temple. Looking for a Simple & Educated Bride, Preferably Homemaker. Contact: Email: sumit.dob1989@gmail.com Phone: 9748735216, 8420806383
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
28 বছর 5'5", দেবারী, ফর্সা কলি: প্রাইভেড কোম্পনিতে কর্মরত, বাবা মার একমাত্র সন্তান, নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, বাবা অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক, পাত্রের জন্য 24 অনুর্ধ সুশ্রী, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। হুগলি, কলকাতা, হাওড়া, নদীয়া অগ্রগণ্য। যোগাযোগ: 9163683560	Wanted well qualified, beautiful girl within 24 years, preferably from Hoogly, Kolkata and Howrah for 28, 5'5" debari gan, fair, only son, own two-storey house, father retired teacher, boy working in private firm in Kolkata. Contact: 9163683560
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
গন্ধবণিক 28/5'8" M.A. প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী সুপাত্রী কাম্য। যোগযোগ: 9046615844	Wanted suitable bride for Gandhabanik 28/5'8", M.A. qualified, and reputed businessman boy. Contact: 9046615844
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED BRIDE (পাত্রী চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
32 বছর 5'6" স্নাতক, ফর্সা, দেবারী, PSU Govt. চাকুরীরত পাত্রের জন্য 26 অনুর্ধ, স্নাতক, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। বীরভূম, পূর্ব বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অগ্রগণ্য। যোগাযোগ: 9734297035	Wanted graduate, beautiful girl within 26 years, preferably from Birbhum, east Bardhman and Murshidabad for 32, 5'6" debari gan, graduate, fair, working in PSU Govt. groom. Contact: 9734297035
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
সরকারী প্রাথমিক শিক্ষক, (২৮+/ ৫'৬"/ B+/ গৌতম গোত্র / পঃ বঃ গন্ধবণিক / গৌরবর্ণ), পিতা - অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। নিজস্ব বাড়ি ও চাষযোগ্য জমি (১৬ বিঘা)। বনেদি ছোট পরিবার । কর্মস্থল- খাতড়া পশ্চিম চক্র (বাড়ি থেকে ৫ কি.মি.)। ২৪ অনুর্দ্ধ উপযুক্ত ঘরোয়া /চাকুরীরতা পাত্রী কাম্য। (বাঁকুড়া , বাঁকুড়া লাগোয়া মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া অগ্রগণ্য) যোগাযোগ- ফোন: ৭৯০৮৮৯২৬৮১ (রাত ৭টা -১০টা) ইমেল: pkdey777@gmail.com	Wanted homely/working suitable bride within 24 years, preferably from Bakura, Medinipur(adjacent Bakura) and Purulia for WB Gandhabanik 28, 5'6", B+ blood group, Goutam gotra, fair, father retired teacher, own house, 16 bigha farming land, Bonedi small family, working as primary school teacher boy. Contact: 7908892681(night 7PM-10PM) Email: pkdey777@gmail.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
গন্ধবণিক B.Com (H) ৩৮/৫'৪.৫" আয় ৩০,০০০+ স্বগৃহে তিনতলা বাড়িতে Drawing School, সুশ্রী ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ: মোবাইল: 9804905949, ইমেইল: amit.banik79@yahoo.com	Wanted beautiful, homely girl for Gandhabanik qualification B.Com(H), 38, 5' 4.5" boy, income 30,000+, drawing school in own three-storey house. Contact: Mobile: 9804905949, Email: amit.banik79@yahoo.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED BRIDE (পাত্রী চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
প:ব: গন্ধবণিক ৩২/৫'৬" B.Com. কম্পিউটার ব্যবসায়ী সাবর্ণ গোত্র ধনু নরগণ পাত্রের ২৫ মধ্যে ঘরোয়া সংগীত জানা পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 9647348907, 9851560101	Wanted homely girl, with knowledge of music within 25 years for WB Gandhabanik boy 32, 5'6", Computer business, Sabarna gotra, Dhanu rashi, nargan. Contact: 9647348907, 9851560101
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
গন্ধবণিক 28+, MNC(Delhi, Mumbai) এ কার্যরত সুন্দর, সহজ জীবনযাপন এবং উচ্চ চিন্তাভাবনাপূর্ন পাত্রের জন্য গন্ধবণিক চাকুরিরতা Engineer/MBA পাত্রী কাম্য। প্রশস্ত মানসিকতাপূর্ন গন্ধবণিক পরিবার যোগাযোগ করুন। যোগাযোগ(মোবাইল ও WhatsApp): 9431396691 (দুপুর ১২টা -১টা), (R. C. SAHA, Retd. Railway Engineer, S.E.R./Kolkata, বর্তমানে রাঁচি /ঝাড়খণ্ডএ স্থায়ী বসবাস.)	Wanted Gandhabanik well educated, preferably working Engineer/MBA girl for BTech, MBA boy, well placed in MNC at Delhi & Mumbai. Age 28+, handsome, simple living and high thinking. Broad minded Gandhabanik families are welcome to contact on call or WhatsApp (9431396691) between 12.00--13.00 Hrs early. Contact: 9431396691 (R. C. SAHA, Retd. Railway Engineer, S.E.R./Kolkata, now settled at Ranchi/Jharkhand.)
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পূর্ব বঙ্গীয় গন্ধবণিক ২৮/৫'৫" দেব কর্কট B.Tech Engg., Mangalore কর্মরত ৭ লাখ PA দাবীহীন উপযুক্ত স্বঃ/অস্বঃ Gen পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 8910204910/ 9143319019	Wanted suitable Gandhabanik/ non-Gandhabanik (General caste) girl for EB Gandhabanik 28/5'5", debgan, Karkat rashi, B.Tech Engg. boy working in Mangalore. Contact: 8910204910/ 9143319019
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED BRIDE (পাত্রী চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
গন্ধবণিক নাম: তন্ময় দে, 29+(DOB: 03/04/1988), Electrical Engineer খড়্গপুর এ প্রাইভেট চাকরি, দেবারি গন উচ্চতা ৫'৩" পাত্রের জন্য গন্ধবণিক, ফর্সা, বয়স ২৩-২৬ এর মধ্যে, উচ্চতা ৪'১১"-৫'২", দেবারি গন পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ করার সময় জন্ম তারিখ(DOB), স্থান এবং সময় জানাবেন। যোগাযোগ: মোবাইল: 9153149819, 9933792422(WhatsApp) ইমেইল: deytanmoy61@gmail.com	Wanted Gandhabanik fair, age: 23-26 years, height: 4’11”-5’2”, deb/debari gan bride for Gandhabanik groom name: Tanmoy Dey, Electrical engineer in Kharagpur private sector job, Gon: Debari. Age: 29+, D.O.B.: 03/04/1988, Height: 5’3”, Complexion: Fair, Weight: 68Kg. Mention D.O.B., time and place of birth of bride while you contact. Contact: Mobile: 9153149819, 9933792422(WhatsApp) Email: deytanmoy61@gmail.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পশ্চিমবঙ্গীয় গন্ধবণিক কলিকাতা নিবাসী (২৯/৫'৮") B.E. রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের Asst. Manager পদে কর্মরত পাত্রের জন্য সবর্ণ বনেদী পরিবারের শিক্ষিতা, ফর্সা, প্রকৃত সুন্দরী, অনূর্ধ্ব ২৫ পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ: মোবাইল: 9073158756 (9PM – 11PM) ইমেইল: apurbadas56@yahoo.com	Wanted Gandhabanik, bonedi family, educated, fair, very beautiful girl within 25 for WB Gandhabanik boy, resident of Kolkata 29, 5’8”, B.E. boy, working with nationalized bank as Asst. Manager. Contact: Mobile: 9073158756 (9PM-11 PM) Email: apurbadas56@yahoo.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পঃবঃ গন্ধবণিক ৩৮+/৫'৮" B.Com পাশ বেঃসঃচাঃ স্কুলে ক্লার্ক-এর কাজ করে। কলিতে নিজস্ব ফ্ল্যাট পাত্রের H.S. পাশ উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগযোগ: 8017193233	Wanted suitable, minimum H.S. pass bride for WB Gandhabanik 38+/5’8”, B.Com. pass, non-Govt. school clerk boy having own flat in Kolkata. Contact: 8017193233
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED BRIDE (পাত্রী চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পশ্চিমবঙ্গ ,গন্ধবণিক, উচ্চতা-5'6", বয়স-39+, বি এ পাস, পেশা-sales representative at Glaxo Smith Kline consumer health care Ltd. কর্মস্থল--Rampurhat। ছোট পরিবার। রামনগর , বীরভূম। ফর্সা, ঘরোয়া, শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। যোগাযোগ: 9932156020	Wanted fair, homely, educated bride for WB Gandhabanik 39+, 5’6”, small family, B.A. pass boy working as sales representative at Glaxo Smith Kline consumer health care Ltd in Rampurhat. Contact: 9932156020
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
প: বঙ্গ গন্ধবণিক, B.Tech, 28/5'6", আসানসোল এ নিজস্ব বাড়ি, Accenture Bangalore এ Software Engineer, উচ্চ পদ এ কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ: মোবাইল: 9800779914/9886270921 ইমেইল: abhi4bang@gmail.com	Wanted suitable bride for WB Gandhabanik, B.Tech, 28/5'6" boy, own house in Asansol, Working in Accenture Bangalore as a Software Engineer. Contact: Mobile: 9800779914/9886270921 Email: abhi4bang@gmail.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
গন্ধবণিক একমাত্র পুত্র ২২/৫'৮" পঃ মেদিনীপুর, নিজস্ব ব্যবসা ও বাড়ি,১৮ - ২০ সুশ্রী পাত্রী চাই। যোগাযোগ হোয়াটসঅ্যাপ: 8637064406	Wanted suitable bride within 18-20 years age for Gandhabanik only son, 22/5’8”, east Medinipur, own business and house. Contact WhatsApp: 8637064406
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পূর্ব বঙ্গীয় গন্ধবণিক ৩৪/৫'৬" B.Tech., MBA, Dy. Vice President (Bank) Mumbai, সুন্দরী শিক্ষিতা পাত্রী চাই। 08879308384 2012.sdutta@gmail.com	Wanted beautiful, educated bride for EB Gandhabanik, 38/5’6” boy, qualification: B.Tech, MBA, working as Dy. Vice President (Bank) in Mumbai. Contact: Mobile: 8879308384 Email: 2012.sdutta@gmail.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED BRIDE (পাত্রী চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
গন্ধবণিক পাত্রী চাই।পাত্র ৩৪/ বি.কম/৫'৩"/ব্যবসায়ী /ফর্সা/সাবর্ণঋষী। ২৫ এর মধ্যে স্নাতক, সুশ্রী,ঘরোয়া পাত্রী চাই। যোগাযোগ: ৯৫৩১৫৭০৬৬৬/৯৮৫১৮৯৬৪৪৩	Wanted beautiful, homely, bride within 25 for 34/B.Com/5’3”/businessman/ fair/sabarna rishi gotra boy. Contact: 9531570666/9851896443
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পশ্চিম বঙ্গ গন্ধবণিক: ৩৪/৫-৬" B.Com(Hons) CA (Inter)পাশ। Job in as Credit Manager in Private Sector Financial Company হাওড়া সালকিয়াতে নিজস্ব বাড়ী, একমাত্র বোন বিবাহিত। বাবার সালকিয়াতে ব্যবসা। সুযোগ্যা পাত্রী চাই। স্বতর বিবাহ। যোগাযোগ: মোবাইল: 9432020359 ইমেইল: deypralaykumar8@gmail.com	Wanted suitable bride for WB Gandhabanik 34/5’6”, B.Com(Hons), CA(Inter) pass boy working as credit manager in private sector financial company in Howrah Salkia, own house, one married sister, father has business in Salkia. Contact: Mobile: 9432020359 Email: deypralaykumar8@gmail.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পশ্চিমবঙ্গীয় গন্ধবণিক (Gen) ৩৩/৫'৫" MSc (Math), B.Ed., দেখতে সুন্দর, SSC (PG), শিক্ষক, ফর্সা, সুশ্রী, উপযুক্ত সঃ/ উচ্চঃ অসঃ (General Caste), Working/Non-Working পাত্রী চাই। বর্ধমান ও সংলগ্ন জেলা অগ্রগণ্য। যোগাযোগ: 9474118100, 9474746150	Wanted fair, beautiful, suitable Gandhabanik or other General caste, working/non-working, bride for WB Gandhabanik (General caste), 33/5’5”, MSc (Maths), B.Ed., handsome, SSC (PG) teacher boy. Contact: 9474118100, 9474746150
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED BRIDE (পাত্রী চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পাত্র ২৭+, উচ্চতা ৫’৭“, পঃবঃ গন্ধবণিক, কলিকাতা নিবাসী(নিজস্ব গৃহ), M.Sc(Physics,CU), Central Govt. Gr.A(Gazetted) Officer(Scientific), বর্তমানে হায়দ্রাবাদে কর্মরত পাত্রের জন্য --- কলি/সন্নিকটস্থ, ২৩ অনুর্দ্ধা,ন্যুনতম গ্রাজুয়েট,সুশ্রী,ফর্সা ঘরোয়া পাত্রী কাম্য। চাকুরিরতা/চাকুরি মনষ্কা চলিবে না। যোগাযোগ: মোবাইল: +91-9239403363 ইমেইল: kedarnathdatta@gmail.com	Wanted beautiful, fair, homely, minimum graduate bride within 23 from Kolkata or near for 27+, 5’7”, WB Gandhabanik, from Kolkata, own house, qualification M.Sc(Physics, CU), working as Central Govt. Gr.A (Gazetted) Officer(Scientific) in Hyderabad. Prospective bride shouldn’t be working and shouldn’t have willingness to join job. Contact: Mobile: +91-9239403363 Email: kedarnathdatta@gmail.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পাত্র ধানবাদ গন্ধবণিক ৩৬/৫'৭" B.Sc+ B.Ed, প্রাইমারি স্কুল শিক্ষক(ঝাড়খন্ড সরকারি চাকরি)। সুন্দরী ফর্সা ঘরোয়া পাত্রী চাই। দেবারিগণ চলিবে না। যোগাযোগ: 9507755546/9122074283 Whatsapp: 9304602534	Dhanbad Gandhabanik, Age 36+, height 5'7", B.Sc+ B.Ed, Primary school teacher (Jharkhand Govt. Job) boy. Wanted slim, beautiful, homely girl. Debarigon not acceptable. Contact: 9507755546/9122074283 Whatsapp: 9304602534
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পাত্র প:ব: গন্ধবণিক ২৮/৫'৭"B.A. সুর্দশন ফর্সা। একমাত্র পুত্র, সুপ্রতিষ্ঠিত বড় ব্যবসায়ী, আদি ব্যবসা, বনেদি পরিবার। পরমা সুন্দরী, ফর্সা, ঘরোয়া পাত্রী চাই। যোগাযোগ করুন- 9002505942(বীরভূম)	Wanted very beautiful, fair, homely bride for WB Gandhabanik 28/5’7” B.A., handsome, fair, only son, reputed businessman, old business, reputed bonedi family boy. Contact: 9002505942(Birbhum)
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পাত্র 31+ 5'7" ব্যবসা এবং পার্ট টাইম চাকুরী, বোলপুর নিবাসী। পাত্রী চাই। যোগাযোগ: 9434117255	Wanted bride for 31+, 5’7”, business, part time job boy from Bolpur. Contact: 943411W7255
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED BRIDE (পাত্রী চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
WB গন্ধবণিক (মা WB কায়স্থ) 33+/5'11" BE (JU) MBA National Scholarship Holder ইনফোসিস (ভুবনেশ্বর) 8LPA. শ্যামনগরে নিজস্ব বাড়ি ও ফ্ল্যাট একমাত্র সন্তান। পরমা সুন্দরী ফর্সা স্লিম 29 অনূর্ধ্বা অবিবাহিত দেব/নর পাত্রী চাই। কর্মরতা অগ্রগণ্যা। বঙ্গ/ জাতিবিচার / দাবি নেই। যোগযোগ: মোবাইল: 9338187207 ইমেইল: jit.ju83@gmail.com	Wanted bride. Groom is a BE (JU), MBA, working in Infosys Bhubaneswar, own house and flat in Shyamnagar, only child, WB origin (Mother WB Kayastha), ancestral home at Thanthaniya. 33+, 5'11", 75 kgs, athletic. Seeking for a beautiful, fair, slim, within 29, debgan/nargan bride. Working preferred. WB/EB no bar, no demands. Contact: Mobile: 9338187207, Email: jit.ju83@gmail.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পূ:ব: গন্ধবণিক 32+/5'7" Lecturer Govt কলেজ কমপক্ষে Graduate সুশ্রী ফর্সা 26 এর মধ্যে সঃ/ উচ্চ অসঃ পাত্রী চাই। যোগযোগ: 8981613631	Wanted minimum graduate, fair, beautiful, Gandhabanik or other General caste girl within 26 for EB Gandhabanik 32+/5’7” lecturer working in Govt. college. Contact: 8981613631
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পঃবঃ গন্ধবণিক 28/5'9" (বি.কম) কলকাতা ভবানীপুর প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। ফর্সা, সুশ্রী সুপাত্রী চাই। যোগযোগ: 9143236942/9748059841	Wanted suitable fair, beautiful bride for WB Gandhabanik, 28/5’9”/B.Com reputed businessman boy from Kolkata Bhavanipur. Contact: 9143236942/9748059841
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
গন্ধবণিক ৩৯+ সুব্যবসায়ী ডিভোর্সী (২৬ দিন) এইরুপ পাত্রের পাত্রী চাই। যোগযোগ: 9434119821/9434450804	Wanted suitable bride for Gandhabanik 39+ well settled, divorced (26 days) boy. Contact: 9434119821/9434450804
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED BRIDE (পাত্রী চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পশ্চিমবঙ্গ গন্ধবণিক SSC(PG) শিক্ষক, 30/5'8", M.Sc., B.Ed. পাত্রের জন্য গৌরবর্ণা সুন্দরী সবর্ণ পাত্রী চাই। যোগযোগ: 8420383323 (8PM-10PM)	Wanted fair, beautiful, Gandhabanik bride for WB Gandhabanik SSC (PG) teacher, 30/5'8", M.Sc, B.Ed boy. Contact: 8420383323 (8PM-10PM)
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পঃ বঃ গন্ধবণিক 34/5'5" B.C.A নরগণ মীনরাশি রাজ্য সঃচাঃ (চুক্তি) দাবিহীন। ফর্সা সুশ্রী ঘরোয়া পাত্রী চাই। যোগযোগ: 9830505331/8017925087	Wanted fair, beautiful, homely bride for WB Gandhabanik 34/5'5", BCA, nargan, Mean Rashi, State Govt. Job (contract basis), no demand boy. Contact: 9830505331/8017925087
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পঃ বঃ গন্ধবণিক দুই ভাই বি.কম অনুত্তীর্ণা ৩৭/৫'৩" ৩৪/৫'৬" ঘরোয়া পাত্রী চাই। সবর্ণ/অসবর্ণ চলিবে। যোগযোগ: 9477608376	Wanted homely, no-caste-bar brides for two brothers BCom (not passed) WB Gandhabanik 37/5'3" and 34/5'6". Contact: 9477608376
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পঃবঃ গন্ধবণিক 35/5'4" নিজস্ব ব্যবসা বর্ধমানে নিজস্ব বাড়ি পাত্রের ন্যূনতম H.S. অনূর্ধ্ব 30 সুশ্রী ঘরোয়া উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগযোগ: 9647429536	Wanted beautiful, homely, suitable bride within 30 minimun HS qualified for WB Gandhabanik 35/5'4", own business and own house in Bardhman. Contact: 9647429536
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
W.B গন্ধবণিক 29/5'7" বি.ফার্মা নরগন কলিতে MNC তে কর্মরত বণিক কায়স্থ সুশ্রী স্নাতক পাত্রী চাই। যোগযোগ: 8900563235	Wanted beautiful, graduate, Banik or Kayastha bride for WB Gandhabanik 29/5'7", BPharma, nargan boy working in MNC in Kolkata. Contact: 8900563235
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED BRIDE (পাত্রী চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পঃবঃ গন্ধবণিক ৩১/৫'১১" B.Tech., MBA মুম্বাই তে কর্মরত পাত্রের জন্য মুম্বাই তে কর্মরতা উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ: Mobile: 9831418752 WhatsApp: 9831434714	Wanted suitable bride working in Mumbai for WB Gandhabanik 31/5'11", BTech, and MBA working in Mumbai boy. Contact: Mobile: 9831418752 WhatsApp: 9831434714
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পাত্র বিখ্যাত প্রাইভেট কোম্পানীতে হায়দ্রাবাদে কর্মরত,৩২/৫'৭", ফর্সা, সুন্দরী, স্লীম,২৯ মধ্যে পাত্রী চাই। (বিস্তারিত ইংরাজী অংশে দেখুন) যোগাযোগ-9550084856, ইমেইল : sumanhu@gmail.com	Seeking for a beautiful, fair, slim, within 29, deb/nor bride. Groom working in reputed private company in Hyderabad from last 7years as senior Business Analyst. Age - 32, Height - 5'7", Weight-70Kgs, Body type - Athletic. Complexion - Fair. Ready to relocate. WB/EB no bar, no demands. Contact: Mobile: 9550084856 Email: sumanhu@gmail.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
একমাত্র সন্তান, ২৫+/৫'১১", B.Tech, M.Tech, Siemens R&D Bangalore এ কর্মরত, ২১-২৪ এর মধ্যে, নূন্যতম ৫'৪", গ্রাজুয়েট পাত্রী চাই। (বিস্তারিত ইংরাজী অংশে দেখুন)। যোগাযোগ- 8939139406, 9879012233.	Wanted 21-24, 5'4", Qualification- Min. Graduate (Engineer, Doctor, Commerce, English, Economic professionals), extra-curricular activities like singing, dancing etc will be entertained, traditional bride for groom(only son), 25+ (November 1991), 5'11", B.Tech, M.Tech (VLSI)(IIIT-Delhi), currently perusing MBA from IIM Udaipur after his job at Siemens R&D, Bangalore, Father - M.tech, Ph.D IIT Kharagpur, Global Head of MNC in Chennai. Mother- M.Sc Presidency, B.Ed, Self employed Originally from Bishnupur Bankura. Own house at Vadodara, Chennai, and Bishnupur. All relatives well established. Maternal uncle renowned and well established in Durgapur Contact- +91-9879012233, +91-8939139406
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED GROOM (পাত্র চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
গন্ধবণিক ধানবাদ (ঝাড়খন্ড) নিবাসী ম্যানেজমেন্টে স্নাতক 26+, 5'2" পাত্রীর জন্য সুযোগ্য চাকুরীজীবি পাত্র চাই। যোগযোগ: 7488054043	Wanted suitable service man groom for Gandhabanik Dhanbad (Jharkhand) 26+, 5'2" girl. Contact: 7488054043
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
22 বছর 5'1", স্নাতক, ফর্সা, সুশ্রী, দেবগণ গৃহকর্মে নিপুন পাত্রীর জন্য চাকুরীজীবি বা সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী 30 বছরের মধ্যে পাত্র কাম্য। পূর্ব বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া অগ্রগণ্য। ফোন: 9933838122	Wanted well settled serviceman or businessman boy within 30 years, preferably from east Bardhman, Birbhum, Murshidabad and Nadia, for 22 years, 5’1”, graduate, fair, beautiful, debgan girl skilled in household works. Contact: 9933838122
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
26 বছর 5"3", কন্যা, দেবারী, ফর্সা, সুশ্রী, MA, B.Ed, SSC পরীক্ষাই উত্রীন পাত্রীর জন্য উচ্চ পদস্থ সরকারী চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। বীরভূম, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ অগ্রগণ্য। ফোন: 9734297035	Wanted well settled high ranked government serviceman boy, preferably from Bardhman, Birbhum and Murshidabad, for 26 years, 5’3”, graduate, fair, beautiful, debari gan qualification: MA, B.Ed, SSC (cleared) girl. Contact: 9734297035
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পঃ বঃ গন্ধবণিক, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, ২৩+, ৫'২", দেবগন, B.Sc(General), সুশ্রী, ফর্সা, পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী, স্কুল শিক্ষক/সরকারি চাকুরে পাত্র ৩০এর মধ্যে কাম্য। যোগাযোগ: ফোন: 9933737387 ইমেইল: sufaldutta57@gmail.com	Wanted school teacher/Govt. job holder groom within 30 for WB Gandhabanik, Ghatal, West Medinipur, 23+, 5’2”, debgan, B.Sc.(General), beautiful, fair girl, father retired school teacher. Contact: Mobile: 9933737387 Email: sufaldutta57@gmail.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED GROOM (পাত্র চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পাত্রী ২৬ বছর, উচ্চতা-৫'৩", নরগন, শিক্ষাগত যোগ্যতা-এম.এ, বি.এইড চাকুরিজীবি/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য।। যোগাযোগ-৯৪৩৪৮৫১৪৬৭	Wanted serviceman or reputed businessman boy for 26, years, 5'3", qualification MA, B.Ed, nargan bride. Contact: 9434851467
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
প:ব: গন্ধবণিক ২৬/৫'৪" সুশ্রী B.OPTM MBA কর্মরতা দেবগণ পাত্রীর জন্য উপযুক্ত শিক্ষিত চাকুরীরত অদেবারী পাত্র চাই। যোগাযোগ: 7044131649 / 9831184983	Wanted suitable, educated, serviceman, non-debari gan boy for WB Gandhabanik 26, 5'4", beautiful B.OPTM, MBA, working, debgan girl. Contact: 7044131649 / 9831184983
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পঃ বঃ দাস গন্ধবণিক ২৮/৫'৩" Graduate (Major) & Journalism ঘরোয়া বেঃসঃ স্কুলে কর্মরতা ফর্সা সুশ্রী একমাত্র কন্যার জন্য ৩১/৩২ এর মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত সঃ/ বেঃসঃ চাকুরীরত, সঃ/ অসবর্ণ পঃ বঃ উপযুক্ত পাত্র চাই। বাবা প্রাক্তন উচ্চপদস্থ সঃচাঃ। কলকাতা ও হাওড়া - ব্যান্ডেল অগ্রগণ্য। মোঃ 8777392540	Wanted reputed govt./private serviceman, Gandhabanik/non-Gandhabanik, suitable groom within 31/32 for WB Das Gandhabanik, Graduate(Major) & Journalism qualified, homely, private school teacher, fair, beautiful, 28/5'3" girl. Kolkata, Howrah and Bandel grooms will be preferred. Contact: 8777392540
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পশ্চিমবঙ্গীয় গন্ধবণিক, একমাত্র সন্তান,২৮/৫'৩", ফর্সা, সুশ্রী, BSc, নরগণ, কলিঃ/ সন্নিকটস্থ, সঃ/ উচ্চ অসঃ, শিক্ষক/ সঃ চাঃ/ ব্যাঙ্ক/ ইঞ্জিনিয়ার সুপাত্র চাই। উভয় বঙ্গ চলিবে। যোগাযোগ: মোবাইল: 9874562889, 8583993857 ইমেইল: dey89.anamika@gmail.com	Wanted suitable, Gandhabanik or other General Caste, teacher/govt. job/bank/engineer boy from Kolkata or near for WB Gandhabanik, only daughter bride, 28/5'3", fair, beautiful, BSc, nargan. Contact: Mobile: 9874562889, 8583993857 Email: dey89.anamika@gmail.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED GROOM (পাত্র চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
গন্ধবণিক পাত্র চাই। পাত্রী পৌলমী সাধু ৩০/৫'৭"। পশ্চিমবঙ্গের গন্ধবণিক, রাক্ষস গণ, মধুকুল্য গোত্র, NTPC, সুরাতে কর্মরতা, আদিবাড়ি রাণীগঞ্জ। ভালো বনেদী পরিবারের well established পাত্র চাই। যোগাযোগ- সাধন কুমার সাধু (পিতা)- 9426416106	Wanted good, well established groom from Bonedi family for WB Gandhabanik, Pulomi Sadhu, 30/5’7”, debari gon, Madhukulya gotra, working with NTPC Surat, adibari Raniganj. Contact: 9426416106 (Mr. Sadhan Kumar Sadhu, father)
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পঃ বঃ গন্ধবণিক ২৭/৫'৩", ফর্সা, সংস্কৃতে এম.এ.(বর্তমানে WBCS appear)। প্রফেসর, সরকারী অফিসার, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার অথবা ইন্জিনিয়ার ২৮-৩৫ পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে পাত্র চাই। যোগাযোগ: মোবাইল: 9563552516, 8145094275 ইমেইল: mosumi.andal@gmail.com	Wanted professor, Govt. officer, scientist, doctor or engineer groom within 28-35 from West Bengal for WB Gandhabanik 27/5’3”, fair, M.A. in Sanskrit (appeared in WBCS) girl. Contact: Mobile: 9563552516, 8145094275 Email: mosumi.andal@gmail.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
উপযুক্ত চাকুরিজীবি পশ্চিমবঙ্গীয় পাত্র চাই। পাত্রী উঃ কলিকাতা নিবাসী। ২৬+ AMIE(CSE) ডিপ্লোমা Engineer(computer)। Women's Polytechnic Kolkata, বেসরকারি Paper সংস্থায় কর্মরতা। Associate Member of Institute of Engineers। যোগাযোগ: Susanta Dutta (Mob: 9163559969).	Wanted west Bengal based serviceman groom for north Kolkata resident bride, 26+, AIME (CSE) diploma Engineer (Computer) from Women’s Polytechnic Kolkata, working in private paper organization. AIME: Associate Member of Institute of Engineers. Contact: Susanta Dutta (Mob: 9163559969).
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED GROOM (পাত্র চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পঃ বঃ গন্ধবণিক 23/5'3" নর মকর B.A.(1st year Bengali) ডিভোর্সী (7 দিনের) ফর্সা ব্যবসায়ী পিতার একমাত্র কন্যার কলিকাতার মধ্যে ছোট পরিবারের অবিবাহিত 29 মধ্যে পঃ বঃ পাত্র কাম্য। যোগযোগ: 8017128978	Wanted suitable WB Gandhabanik unmarried boy within 29 from small family of Kolkata for WB Gandhabanik 23/5'3", nargan, makar rashi, B.A.(1st year Bengali), divorced(7 days), fair, only daughter of businessman father. Contact: 8017128978
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পূ:ব: হাবড়া, গন্ধবণিক 24/5'1" রবীন্দ্রভারতীর M.A. (Music) পাত্রীর জন্য সরকারি চাকুরিজীবি গন্ধবণিক পাত্র চাই। যোগযোগ: 9732863405	Wanted Govt. Job holder Gandhabanik boy for EB Gandhabanik, 24/5'1", M.A. (Music, Rabindrabharati) qualified girl from Habra. Contact: 9732863405
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
ধানবাদ নিবাসী পশ্চিমবঙ্গীয় গন্ধবণিক ২৫/৫'৩", সুন্দরী, ফর্সা, B.Tech., মুম্বাই তে কর্মরতা পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। গোত্র-কাশ্যপ, গণ- নর, রাশি- মিথুন। মোঃ 7979706610 / 8969537621	Wanted suitable boy for WB Ghandhabanik (Dhanbad Jharkand) 25 / 5'3" fair beautiful. B.Tech working in Mumbai. Goutra – Kashyap, Gan – Nar, Rashi – Mithun. Contact:- 8969537621, 7979706610
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পশ্চিমবঙ্গ গন্ধবণিক ধানবাদ নিবাসী ৩০/৫'২", ব্যাঙ্গালোরে MNC তে কর্মরতা, B.Tech., সুন্দরী, সুশ্রী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। গোত্র-কাশ্যপ, রাশি-মীন, গণ-দেব। যোগাযোগ- 8969537621, 7979706610.	Wanted suitable boy for WB Ghandhabanik (Dhanbad Jharkand) 30/ 5' 2" fair beautiful. B.Tech working in a MNC in Banglore. Goutra – Kashyap, Rashi – Meen, Gan – Deb. Contact: 8969537621,7979706610
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পাত্রী স্লিম,২৩/৫'৪", B.A.(English Hons.), B.Ed. পাঠরতা। উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ- 9732237572	Wanted suitable boy for slim, 23, 5'4", B.A.(English Hons.), B.Ed.(studying) girl. Contact: 9732237572
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

WANTED GROOM (পাত্র চাই)

Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
গন্ধবণিক সালকিয়া হাওড়া নিবাসী ২৬+/৫'১" B.A., দ্বিতীয় বর্ষ, সুশ্রী, ফর্সা, নম্র, ঘরোয়া পাত্রীর জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত সঃ/অসঃ সুপাত্র কাম্য। মোঃ-9038844928	Wanted suitable, reputed family, GB/non-GB suitable boy for 26+/5’1” B.A. second year, fair, humble, homely, resident of Salkia (Howrah) girl. Contact: 9038844928
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
পাত্রী কমার্স গ্রাজুয়েট (ইংরাজী মাধ্যম স্কুল, কলেজ), ব্যাঙ্কিং ম্যানেজমেন্ট পাশ, CA পাঠরতা। বর্তমানে ব্যাঙ্কে ডেপুটী ম্যানেজার পদে কর্মরতা। বয়স- ২৬+, ৫'৩", ফর্সা, সুশ্রী । দাদু ও বাবা : ইঞ্জিনিয়ার। দিদি ও জামাইবাবু : ডাক্তার। সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিত, সদুপায়ী প:বঙ্গীয়, কলিকাতা নিবাসী পাত্র চাই। যোগাযোগ: মোবাইল: 9830035113 ইমেইল: amitnag55@gmail.com	Wanted resident of Kolkata, W.B. Gandhabanik, educated, well earning, boy from sober bonedi family for Commerce graduate(English medium school and college education), banking management qualified, currently studying CA, working as deputy manager, 26+, 5’3”, fair beautiful girl. Grandfather, father: Engineer. Sister, Brother in law: Doctor. Contact: Mobile: 9830035113 Email: amitnag55@gmail.com
Gandhabanik Bani-গন্ধবণিক বাণী	
Send to/পাঠান: gbs.patrika@gmail.com	

একই বৃন্তে দুটি কুসুম

- মধুমিতা রুদ্র, কোলকাতা

শতাব্দীর যাত্রাপথে আমরা দেখেছি মানুষ-জন্তুর হুঙ্কারে কতবার কেঁপেছে ভারতের মাটি, দেখেছি অসহায় মানুষের রক্ত ধারায় কতবার কলঙ্কিত হয়েছে তার সবুজ অঞ্চল, দেখেছি মূঢ়তায় নারকীয়তায় আমাদের ইতিহাসের মুখে পড়েছে কালি, কিন্তু এ মানুষের কোন স্বাভাবিক আচরণ নয়, এ হল এক বিকৃত দানবীয় প্রতিক্রিয়া, সেই প্রতিক্রিয়াধর্মী, বিকৃত দানবিক লজ্জাহীন হিংসা, হানাহানির নাম সাম্প্রদায়িকতা। ধর্ম, আচার ও মতবিশ্বাসের পার্থক্য যা বাইরের কপটতা ও ভন্ডামির নগ্ন নির্লজ্জ প্রকাশ এবং যার মূলে আছে লোভ লালসা ও ক্ষমতা লিপ্সার গোপন চক্রান্ত তাই সাম্প্রদায়িক হানাহানির মূল কারণ। মাঝে মাঝে নানা লোভ ও কায়েমী সার্থের অনূকুল বাতাবরণে ও সক্রিয় প্রয়াসে তাকে জাগ্রত ও পুষ্টি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ইংরেজ শাসনের মধ্যপর্বে যখন সাম্রাজ্যবাদীর অবাধ শোষন, নির্যাতন ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই ঐক্যবদ্ধ হয়ে শুভ সূচনা করেছিল তাদের জাতীয় সংগ্রাম ঠিক তখনই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তাতে শঙ্কিত হয়ে ভারতের মাটিতে বপন করে সাম্প্রদায়িক বিষ বৃক্ষের বীজ। আর এই বিষ ফল স্বরুপ আমরা পেলাম ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কিন্তু আমরা তো ১৯৪৬ সাল থেকে অনেক এগিয়ে এসেছি। এসেছি বিংশ শতাব্দীতে। কিন্তু কেন সেদিনের বিষ বৃক্ষের ফল বয়ে বেড়াব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "মনের পরিবর্তন যুগের পরিবর্তন"। আজ তো আমরা মানসিক দিক থেকে কত উন্নত। একটা সময় ছিল যখন মেয়েরা গঙ্গাস্নানে গেলে পাল্কি করে তো যেতেই হতো আবার সেই পাল্কির ওপর থাকতো আব্রু। সেই আব্রু সরিয়ে দিয়ে আমরা যদি দেশ বিদেশ যেতে পারি,তবে কেনো পারছিনা মনের আব্রু সরাতে???

কেন আমরা পারিনা বিষ বৃক্ষটি শিকড় থেকে নির্মূল করতে। কেন পারিনা ভাবতে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান আমরা একই মায়ের সন্তান, সন্তান ও মা শব্দ দুটি তো কোন জাত নির্দেশ করে না। হিন্দু সন্তানটি ও মাতৃ গর্ভ থেকে জন্ম নেয়, মুসলিম

সন্তানটি ও মাতৃগর্ভ থেকেই জন্ম নেয়। কাজী নজরুল ইসলাম যখন সেই বিবাদমান যুগে দাঁড়িয়ে বলতে পেরেছেন "আমরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু মুসলমান" তবে আমরা এ যুগে দাঁড়িয়ে কেন এই চরণটি পড়ে, মুখস্থ করে পরীক্ষায় নম্বর পেয়ে ভুলে যাব? কেনো পারব না তাকে মর্মে স্থাপন করতে? ভারত কে যদি আমরা মা বলি তবে সেই মাকে পরাধীনতার কারা মুক্ত করতে মায়ের হিন্দু সন্তানটিও যেমন প্রাণ দিয়েছে তেমনি মুসলিম সন্তানটিও,আর তাই ভারত মাতার এই দুই সন্তান ভাই ভাই সম্পর্কে আবদ্ধ।তবে কেন আমরা বলতে পারি না, জাত জাত করব কেন "আমরা যে এক জাতি"।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় 'আব্বাজান' সিনেমাটির কথা যেখানে মুসলমান পিতা তার সন্তান হারিয়ে হিন্দু সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

বলা যায় সমরেশ বসুর 'আদাব' গল্পেটির কথা যেখানে বাইরে অগ্নিগর্ভ সাম্প্রদায়িক হানাহানি চললেও হিন্দু ও মুসলিম দুটি জাতি কিন্তু পরস্পর নিজেদের মধ্যে ভয় বেদনা প্রকাশ করে এক হয়ে উঠছে ।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুসলমানির গল্প' গল্পে দেখা যায় সদ্য বিবাহিতা একটি মেয়ে তার শ্বশুরবাড়ি যাত্রা পথে কেবল মাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত ডাকাত দল দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে তাকে এক ঘরে করে দেওয়ার বিধান দিল তার সমজাতভুক্ত হিন্দু ব্রাহ্মণেরা। অথচ এই মেয়েটিকে মুসলিম সম্প্রদায় দিল নতুন জীবন,তার হিন্দুনিয়ম বজায় রেখে।

তাই বলব আমরা রেঁনেসাস পেরিয়ে এসেছি অনেক আগে ।যুক্তি দিয়ে বিচার করেই ভাল-মন্দ বিচার করব, কোন সংস্কারের বশবর্ত্তী হয়ে নয় বা পূর্বপুরুষের পথ অনুসরণ করে নয়।

আচ্ছা একটু ভেবে দেখুন তো, একটি মুসলিম শিশু তার ঈদে এবং একটি হিন্দু শিশু তার দুর্গা পূজায় একে অপরের সাথে সৌদার্য্য বিনিময় করছে, কিংবা স্কুলে একে অপরের টিফিন বাক্স থেকে টিফিন খাচ্ছে সে দৃশ্য কত সুন্দর কত পবিত্র । এ দৃশ্য কি আমাদের সকলের কাম্য হতে পারে না?

আমরা কি পারিনা, সম্প্রদায়িকতা নামক এই "ছয়'অক্ষরের শব্দটি মুছে ফেলতে?

দেশ ও দশের অতন্দ্র প্রহরী আমরাই, হিংসার মোকাবিলা করতে হবে আমাদেরই। তবে প্রতিহিংসার মধ্য দিয়ে নয় বরং আত্মসংযম, সহমর্মিতা ও মৈত্রীর হাত ধরে।

রাধার পত্র

–অপরাজিতা

প্রিয়তম💜,
রাত্রি এখন মধ্যযাম। 🌙নিদ্রাহীন রাত্রিযাপনই এখন আমার অভ্যাস। আজও বাড়ির সকলের গভীর সুপ্তির নিঃশ্বাস পতনের শব্দ যখন ক্রমশ অসহ্য হয়ে উঠেছিল, তখন আপন শয্যা ছেড়ে উঠে গিয়ে বসেছিলাম অলিন্দে। গোপপল্লীর সব দীপ নিভে গেছে। চারিদিকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। অমাবস্যাতিথি সমাগত প্রায়। 🌙চন্দ্রালোকের প্রশ্ন নেই। শ্রাবণের ঘন মেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন। তারার আলো ও তাই বিরল। শৃগালের দল রাত্রির প্রথম যাম ঘোষণা করল। আত্মমগ্ন হয়ে চিন্তা করছিলাম💘 তোমার কথাই। হঠাৎ মনে হল দূরে, কৃষ্ণবর্ণ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে একটি দীপের ক্ষীণ আলোক শিখা যেন দেখা যাচ্ছে। ভাল করে নিরীক্ষণের চেষ্টা করলাম। শ্রাবণের বাতাসে কম্পমান শিখা, স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয় না। তবু মনে হল তমালতলেই দেখা যাচ্ছে দীপের আলো। আর কোনও সন্দেহ রইল না।

দ্রুত উঠে অঙ্গে পরলাম নীলাম্বরী শাড়ি। অপরাহ্নে বেণীবন্ধন করা হয়নি। তাই দীর্ঘ কেশ হাতে জড়িয়ে বাঁধলাম কবরী। পায়ের গুঞ্জরী নূপুর খুলতে গিয়ে মনে পড়ল নূপুর তো আজ পরাই হয়নি। নিঃশব্দে কপাট খুলে বাইরে এসে বুঝলাম বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কিন্তু শ্রাবণের ধারা বর্ষণ কি আমাদের মিলনে কখনও বাধা হতে পেরেছে? আজও তাই বৃষ্টি উপেক্ষা করেই নীলাম্বরীর আঁচলখানা মাথায় জড়িয়ে নেমে এলাম পথে। কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল পথ। সিক্ত শরীর বেয়ে নামছে শীতল জলধারা। নগ্ন পদে বিঁধে যাচ্ছে তৃণাঙ্কুর। সব উপেক্ষা করে এগিয়ে চলেছি। আমাকে যে পৌঁছতেই হবে তমালমূলে। যেখানে প্রদীপ হাতে আমার অপেক্ষায় রয়েছে কানাই। তমাল তলে কেউ ছিল না। থাকবে না জানতাম। জানতাম ওই প্রদীপের আলো আসলে আমার দৃষ্টিভ্রম। তবু সুপ্ত চরাচর জুড়ে ঝরে পড়া বৃষ্টির ঝমঝম শব্দের মধ্যে সেই তরুমূলে দাঁড়িয়ে রইলাম তোমার অপেক্ষায়। তারপর যখন শরীর বিদ্রোহ করল, ধীরপদে রওনা দিলাম বাড়ির দিকে।

আয়িবুড়ি বাইরের দাওয়ায় বসে অপেক্ষা করছিল। সে জানে আমার এই ব্যর্থ নৈশাভিযানের কথা। সিক্ত বসন ছাড়িয়ে সযত্নে পরিয়ে দিল শুকনো কাপড়। শিয়রের প্রদীপটি জ্বেলে দিয়ে যখন আপন ঘরে গেল, শৃগালরা তখন রাত্রির মধ্যযাম

ঘোষণা করছে। দরজায় কুলুপ আটকে, প্রদীপের সলিতা উসকে দিয়ে পত্র লিখতে বসলাম তোমাকে।

কবে আসবে তুমি কানাই? সুবল সখা যে আমাকে বলেছিল পূর্ণিমার রাতে তমালতলে তুমি আসবে আমার সঙ্গে মিলিত হতে। বলেছিল একটি প্রদীপ হাতে নিয়ে দাঁড়াতে। সেই প্রদীপই হবে সংকেত। তিন বৎসর হল তুমি বৃন্দাবন ছেড়ে চলে গেছ। সেই থেকে প্রতি পূর্ণিমায় আমি প্রদীপ হাতে গিয়ে দাঁড়াই তমালতলে। প্রতি রাতে তামাল মূলে দেখতে পাই মিথ্যে প্রদীপের শিখা। আমার কৃষ্ণ কথা রাখবে না, এ কি হতে পারে?

কিন্তু তুমি কি সত্যিই আমাকে ছেড়ে, এই বৃন্দাবন ছেড়ে চিরকালের মত চলে গেছো কানাই।

সে এখন রাজা। মথুরার রাজা। তার মাথায় সোনার মুকুট। হাতে রাজদণ্ড। বাহুতে অঙ্গদ। কানে কুণ্ডল। কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। শুনে কেমন চমক লাগল আমার।এআবার কেমন সাজগোজ! কৃষ্ণের মাথায় শিখিপাখা না থাকলে তাকে মানাবে কেন? আর আমার অমন সুপুরুষ ঘনশ্যামের অত অলংকারেরই বা দরকার কী? পীতবর্ণের ধুতি আর ফুলমালাই তো যথেষ্ট।

তুমি কি আমায় ভুলে গেলে শ্যাম?? শুনেছি রুক্মিণী অতীব সুন্দরী। তবু ও সে কি আমার কানু কে আমার মতোই ভালোবাসে?? সেকি ঘন মেঘে শ্যাম কে দেখতে পায়?? যমুনার কাল স্রোতকে সে তুমি ভেবে নিজে কে ভাসায়??

সবাই বলে তুমি নাকি বদলে গেছ... কিন্তু আমি জানি আমার কানু আমায় ভুলতে পারেনা। মথুরায় যে রাজা সেজে বসে আছে সে নিশ্চয়। আমার শ্যাম নয়....মোহন মায়া ধারী অন্যকেউ...

আমার দৃঢ় বিশ্বাস তুমি অচিরেই বৃন্দাবনে ফিরে এসে আমাকে সত্য প্রমাণ করবে। কী আসবে তো???

.....ইতি তোমার চিরবিরহীনী রাধা

বাজলো আলোর বেণু মাতলোরে ভুবন

–শোভন সাধু

শুভ মহালয়ার মধ্যে দিয়ে পিতৃ পক্ষের অবসান ঘটিয়ে দেবী পক্ষের সূচনা হয়। মর্ত্যে আগমনীর বার্তা নিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে দূর্গতিনাশিনী অসুর দলনী মায়ের আগমন ঘটে। মায়ের আগমন বার্তায় আমরা সকল দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বজনীন দুর্গোৎসব কে সর্বজনীন মহামিলনের উৎসবে পরিণত করে চারদিন মাতৃদেবীর আরাধনায় মেতে উঠি, তখন মায়ের মৃন্ময়ী রূপ যেন চিন্ময়ী রূপে পরিণত হয়ে তার সন্তানদের উপর আশীর্বাদ বর্ষণ করতে থাকে।

অশুভ শক্তি বিনাশিনী, অসুর দলনী মাকে বরণ করতে আমরা গন্ধবণিক সমাজের পক্ষ থেকে অন্যান্য বছরের মতো এবছরও পত্রিকা প্রকাশ করেছি। আমাদের সীমাবদ্ধ আর্থিক সংগতির বাস্তব বিষয়টিকে মাথায় রেখে আমরা যথাসম্ভব সুন্দরভাবে পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরেছি বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু সমাজ সেবার বিষয়টি আমাদের বিশেষ ভাবে নাড়া দেয়। এই বিষয়টি আমাদের সদস্যদের মধ্যে বহুবার আলোচনা করেছি, কিন্তু কোন সমাধান সূত্র বার করা যায় নি। আমাদের সদস্যদের মধ্যে কিছু সহৃদয় ব্যক্তি যদি আমাদের সমাজের উন্নয়ন প্রকল্পে সহায়তা করেন এবং আর্থিকভাবে অথবা অন্য যেভাবেই হোক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন, তাহলে গন্ধবণিক সমাজ আপনার প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।

পরিশেষে যে কিছু সংখ্যক সক্রিয় সদস্যদের আন্তরিকতা ও নিষ্ঠাকে পাথেয় করে আমাদের গন্ধবণিক সমাজের উত্তোরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে, তাদের আলাদাভাবে ধন্যবাদ জানানো আমাদের দায়িত্ব বলে মনে করি, যদিও আশা রাখবো যে আগামী বছরগুলোতে আমরা আরও বেশি সংখ্যায় উৎসাহী ও দায়িত্বশীল সদস্যদের সক্রিয় সহযোগিতা পাবো। এছাড়াও যাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য ছাড়া এই পত্রিকা প্রকাশ সম্ভব হতে পারতোনা তাদেরও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। শ্রদ্ধার সাথে নত মস্তকে স্মরণ করি সেই সমস্ত স্মরণীয় ব্যক্তি ও সদস্যবৃন্দদের যাদের বিগত বছরগুলোতে আমরা হারিয়েছি। স্মরণ করি সেই সমস্ত মানুষদের যারা সাম্প্রতিক প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রাণ হারিয়েছেন।

আর যে মানুষদের কথা না বললে এই প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে তারা হলেন "হর্ষ চন্দ্র" এবং "হিয়া চন্দ্র"। এই পত্রিকা এনাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। আর যাদের অনুপ্রেরণায় এই পত্রিকা, তারা হলেন আমাদের প্রণম্য এবং নমস্য মাননীয়া শ্রীমত্যা আরতি চন্দ্র এবং শ্রীমত্যা মীরা সাধু। আগামী বছরগুলোতে আমাদের পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি হোক এবং আরও সুন্দর ও তথ্যবহুল হবে এই আশা নিয়ে আমার প্রতিবেদন শেষ করছি।

পত্রিকা ডাউনলোড করার লিংক্স (Magazine Download Links)

শারদীয়া পত্রিকা ১৪২৪, গন্ধবণিক বাণী–Gandhabanik Bani, September 2017

Link 1. https://sites.google.com/site/gandhabanikbani

Link 2. http://gandhabaniksamaj.info/downloads/Gandhabanik-Bani_September_2017.pdf

শারদীয়া পত্রিকা ১৪২৩, গন্ধবণিক বাণী–Gandhabanik Bani, October 2016

Link 1. https://sites.google.com/site/gandhabanikbani

Link 2. http://gandhabaniksamaj.info/downloads/Gandhabanik-Bani_October_2016.pdf

শারদীয়া পত্রিকা ১৪২২, গন্ধবণিক বাণী–Gandhabanik Bani, October 2015

Link 1. https://sites.google.com/site/gandhabanikbani

Link 2. http://gandhabaniksamaj.info/downloads/Gandhabanik-Bani_October_2015.pdf

Email: gbs.patrika@gmail.com
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/gandhabanik
Website: http://www. http://gandhabaniksamaj.info

Declaration: All the contents of this e-magazine are available for free download and share, as long as; the credits remain with the creators, and parties involved, don't change them in any way and/or not use them commercially. There is no monetary benefit/transaction/gain involved in any form for any of the parties participating in the publishing of this eMagazine. All contents are contributed and published voluntarily and free of cost for the benefit of members of Gandha Banik Samaj. Name, design, writings, picture (which are contributed by participants), and other contents of creative in nature are protected under license below.

Gandhabanik Bani by Gandha Banik Samaj is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
Based on a work at https://www.facebook.com/groups/gandhabanik/